মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ নামাজ ও জিকির। ইহা ব্যতিরেকে কোন ইবাদতেরই মূল্য নাই। যাদের মন নামাজে উদাসীন নামাজ পড়তে অনীহা প্রকাশ করে, আমি তাদেরকে অনুরোধ করে বলতে চাই-

নামাজের ভেতরেই মহান আল্লাহর সাথে মে'রাজ বা দেখা হয়

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সূফীবাদই শান্তির পথ

-খাজাবাবা কুতুববাগী

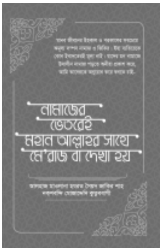

গ্রন্থস্বত্ব ঃ পীরজাদী সৈয়দা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন তাসনিম

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৭ (২৬শে মাহে রমজান, লাইলাতুল কদর)

প্রকাশক ঃ মাওলানা মতিউর রহমান এসলাহী আল-মোজাদ্দেদী
বড়ধূল, সিরাজগঞ্জ, খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ
কুতুববাগ প্রকাশনী
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০০৮৮-০২৫৮-৮১৫৬৫২৮
www.kutubbaghdarbar.org.bd

প্রচ্ছদ ঃ কাজী শওকত হোসেন মিটুল
খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

বর্ণবিন্যাস ঃ মোহাম্মদ বিননূর হাসান অরূপ
খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

মুদ্রণ ঃ কুবুববাগ প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০০৮৮-০২৫৮-৮১৫৬৫২৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

হাদিয়া ঃ পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

হযরত সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানী (রহঃ) আল- মোজাদ্দেদী

হযরত সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহঃ) আল- মোজাদ্দেদী

খাজাবাবা কুতুববাগীর মহামূল্যবান বাণী

১। উচ্চারণ: "ফাইন্নান নাবিয়্যা (সাঃ) কলা ইন্নাল্লাহা তাবারাকা তায়ালা- অকলা মান আদালি অলিয়্যান ফাক্বাদ আজানতুহু বিল হারবি" (বুখারী শরীফ)

অর্থ- "হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যারা আমি আল্লাহর বন্ধু অলি-আউলিয়াদের সাথে দুশমনি বা বিরোধিতা কর, তাহারা আমি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি বা তৈরী হও" (বুখারী শরীফ)

২। সূফীবাদই শান্তির পথ

৩। আল্লাহ প্রাপ্তির পথে লোক নিন্দা সহ্য করতে হয়

৪। মানব সেবাই পরম ধর্ম

৫। যে নিজেকে চিনে, সে তার রব বা আল্লাহকে চিনে

৬। সক্রেটিস বলেন, 'নো দাইসেলফ্' অর্থাৎ- নিজেকে জানো

৭। সক্রেটিস আরো বলেন, তুমি যদি মনে কর, আমি অনেক বুঝি, তাহলে তোমাকে আর বুঝানো যাবে না, তোমার দরজা বন্ধ

সুরা মুনাফিকূন

সুরা মুনাফিকূন, আয়াত নংঃ ৯-১১
উচ্চারণ-"ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লাতুলহিকুম আমওয়া লুকুম ওয়ালা আওলা-দুকুম আন যিক্ রিল্লাহ ওয়া মাইঁ ইয়াফ'আল যা-লিকা ফাউলা ইকা হুমূল খা-ছিরুন। ওয়া আনফিকু মিম্মা-রাঝাক্'না-কুম মিন কাবলি আইঁ ইয়া-তিয়া আহা-দাকুমুল মাওতু ফাইয়াকু 'লা রাব্বি লাওলা আখখারতানী ইলা আজালিন কারীব ফা-আস্‌সাদ্দাকা ওয়া আকুম্ মিনাস্ব ছা-লিহীন। ওয়া লাইঁ ইউআখ্‌খিরাল্লা-হু নাফছান ইযা-জা আ আজালুহা - ওয়াল্লা-হু খাবীরুম বিমা-তা'মালূন"

অর্থ-"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল না করে। যারা একরণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের যা ধন-সম্পদ দান করেছি তা থেকে আমি আল্লাহর পথে তোমরা নিজের হাতে খরচ কর, তোমাদের মৃত্যু আসার আগে, মৃত্যুকালে সে বলবে, হে আমার আল্লাহ! আমাকে আরো কিছুদিনের জন্য হায়াত দিলে, আমি তোমার রাস্তায় দান-সদকা করতাম আর আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর যখন মৃত্যুসময় এসে পড়বে তখন আল্লাহ আর কাউকে সময় দেবেন না। তোমরা যা কর, আমি আল্লাহ তা জানি "।

সূচীপত্র

১। শাজারায়ে মোবরক ০৭
২। লেখক পরিচিতি ০৯
৩। ভূমিকা (নামাজের সূরা সূমহ) ১১
৪। নামাজ পরিশুদ্ধ ভাবে আদায় করার উপায় ও পদ্ধতি ১২
৫। নামাজের পূর্বশর্ত (অযু গোসলের নিয়ম-কানুন) ১৮
৬। তায়াম্মুম করার নিয়ম সূমহ ২২
৭। নামাজের ১০ টা সূরা সূমহ ২৪
৮। নামাজের ফরজ সূমহ ২৮
৯। নামাজের আরকান বা ছিফাত ২৮
১০। নামাজের ওয়াজিব সুন্নাত ও মুস্তাহাব ২৯
১১। নামাজ ভঙ্গের কারণ ৩২
১২। নামাজের রাকাতের বিবরণ ৩৩
১৩। নামাজ পড়বার বর্ননা ৩৩
১৪। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বার নিয়ম ৩৭
১৫। জুমার নামাজের বর্ননা ৪০
১৬। ক্বাজা নামাজ পড়বার নিয়ম ৪১
১৭। কছর বা ভ্রমনের সময় নামাজ ৪২
১৮। পীড়িত ব্যাক্তির নামাজ ৪৩
১৯। তারাবি নামাজের বর্ননা ৪৩
২০। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ ৪৪
২১। জানাযা ও কবর জিয়ারতের বিবরণ ৪৬
২২। তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত ও নিয়ম ৪৭
২৩। প্রয়োজনীয় দোয়াসূমহ ৪৭
২৫। মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য ৪৮
২৪। জিকিরের গুরুত্ব ৫০
২৬। জিকিরের নিয়ত ৫১
২৭। জিকিরের উপকারিতা ৫১
২৮। অন্যান্য প্রকাশনা ৫৫

শাজরায়ে মোবারক

ঢাকা ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মুর্শিদ শাহ্সূফী আলহাজ্ব মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নক্শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজরায়ে মোবারক

১. সরওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্খারে মউজুদাদ হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আর্রামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)

২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামাদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ)

২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)

২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (রঃ)

২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩১. হযরত শাহ্সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)

৩২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী ফতেহ্ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)

৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)

৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩৫. মোজাদ্দেদে জামান, শাহানশাহে তরিকত, হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (রঃ)

৩৬. শাহানশাহে তরিকত, মোফাসসিরে কোরআন, আলহাজ মাওলানা শাহ্সূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)

৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দিদে জামান, খাজাবাবা শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ)

লেখক পরিচিতি

খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম হেদায়েতের হাদি বর্তমান জামানার সর্বশ্রেষ্ট বেলায়েতের অধিকারী জামানার মধ্যহ্ন ভাস্কর, এই জামানার খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বজ্ঞান হাসিলের আঁধার পথের দিশারী, বর্তমান জামানার সত্য পথের মোজাদ্দিদ দয়াল পীর দস্তগীর আরেফে কামেল হাদিয়ে গা হেদায়েতের নূর মহিউস সুন্নাহ্ মহিউল ক্বলব বিশ্বব্যাপি সূফীবাদের মহাপ্রচারক শাহান শাহে কুতুববাগী যার আঙ্গুলীর ঈশারায় লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর এশ্‌ক মোহাব্বত পয়দা হচ্ছে, নাপাক দেল পাক হচ্ছে, অন্ধকার দেল আলোকিত হচ্ছে, আল্লাহ ভোলা দেলে আল্লাহ! আল্লাহ! জিকির জারি হচ্ছে। যার ইত্তেহাদি তাওয়াজ্জুহ্ বলে কত কুফরী দেলের ময়লা কাটিয়া আয়নার ন্যায় পরিস্কার হচ্ছে। আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে দেল রওশন হচ্ছে, দেলে গওহর পয়দা হচ্ছে।

হুজুর কেবলাজান সাহেবের পিতার নাম মুন্সি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মাতার নাম মোসাম্মদ হালিমা খাতুন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অর্ন্তগত কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই হুজুর কেবলাজান মাতৃহারা হন। কেবলাজান হুজুরের মা ইন্তেকালের পর তার চাচী মা- অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে অতি যত্নসহকারে এই তাপস কে লালন-পালন করেন।

কেবলাজান হুজুরের বয়স যখন আট বছর তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের স্বনাম ধন্য আলেম মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। এরপর তাফসির ও হাদিস শাস্ত্র বালাগাত মানতেক অন্যান্য মাসলা-মাসায়েল এর উপর অঘাত জ্ঞান অর্জন করেন। কেবলাজান হুজুরের বিনয় ও আদব দেখে তাঁর ওস্তাদ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন। এই ছেলে একদিন জগত বিখ্যাত অলিয়ে কামেল হবে। বাংলা ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের মহাসাধক মহাগুরু মহাআত্মা খাজা ইউনূস আলী এনায়েতপুরীর মেজ পীরজাদা শাহসূফী আল্লামা সাইফুদ্দীন শুম্ভগুঞ্জী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। এই তাপস একদিন রাসূল (সঃ)-এর সত্য তরিকা প্রচারের মহা আন্দোলন সৃষ্টি করবেন। তাঁর অছিলায় তামাম দুনিয়ায় এই তরিকা প্রচার হবে।

কেবলাজান হুজুরের জ্ঞান পিপাসা না মেটার ফলে তিনি তার শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করতে ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিভিন্ন অলি-আল্লাহর সহবতে যান এবং ধৈর্য যত্নের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন, চার তরিকা অজিফা আমলের উপরে তরিকতের দায়রার এলেম জিকিরের ছুলুক ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।

বিশ্ব বিখ্যাত মোফাস্‌সিরে কোরআন, মোহাদ্দেসে আকবার, মুফতি আজম, আলেমে হক্কানি, আলেমে রব্বানী শাহসূফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খাঁন মাতুয়াইলী (রহঃ)এর কাছে বাইয়াত বা শিষ্যত্ব্য গ্রহন করেন এবং দরবারে মোজাদ্দেদিয়ায় কেবলাজান হুজুর ১১ বৎসর যাবত গোলামী করে খেলাফত হাসিল করেন।

এরপর আপন পীরের নির্দেশে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত বন্দর থানায় তাঁর পীরের নামানুসারে কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূল (সাঃ) এর সত্য তরিকা প্রচার বিস্তার করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানা কানিহাড়ী ইউনিয়নে আহম্মদবাড়ী আরেকটি দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান তিনি ঢাকা ফার্মগেট সংলগ্ন ৩৪ ইন্দিরা রোড সদর দপ্তর কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে বিদেশে সবস্তরের মানুষের কাছে সুফীবাদের বাণী প্রচারের লক্ষে বিরামহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ভুমিকা

বর্তমান জামানা অতি মছিবতের জামানা, জলে-স্থলে সর্ব জায়গায় শুধু গজব মছিবত আর মানুষের শুধুই চাওয়া, যার যতো আছে তার ততো বেশি চাওয়া, চাওয়ার কোন শেষ নেই। চাওয়ার তখনই শেষ হবে যখন সে ইন্তেকাল করবে বা এক্সপেয়ার হয়ে যাবে। বর্তমান মানুষ বেহুশ বেকারার উদাসীন জীবন যাপন করছে। শয়তান মানুষকে নানারকম প্রলোভন করে ঝানুপেতে বসে সর্ব সময় ভাল কাজ থেকে, নেকির কাজ থেকে দূরে রেখে মন্দ কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ বা অচেতন মানুষ বুঝতে পারছে না যে- আমাদের মরণ কবর হাশর মিজান পুলসিরাত পার হতে হবে ও মহান আল্লাহতায়ালার আদালতে দাঁড়াতে হবে এবং সর্বপ্রথম নিজের কর্ম আমল ও নামাযের হিসাব দিতে হবে। মহান আল্লাহতায়ালা তৌহিদের পর নামাযই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

নামাজ পরিশুদ্ধ ভাবে আদায় করার উপায় ও পদ্ধতি

মহান আল্লাহতায়ালা কোরআনপাকে সূরা আনকাবুত ৪৫ নং আয়াতে বলেন-
উচ্চারণ- উতলু মা ঊহি'য়া ইলাইকা মিনাল কিতা-বি ওয়া আকি'মিস্সালা-তা ইন্নাস সালাতা তানহা- আনিল ফাহ শা-ই ওয়াল মুনকারি ওয়ালা যিক্রুল্লা-হি আকবারু ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাসনা'ঊন।
অর্থ- "আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন, নামায কায়েম করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল, মন্দকাজ হতে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্বরণই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন"

মহান আল্লাহতায়ালা কোরআনপাকে সুরা মাউন আয়াত নং-৪,৫,৬ -এ বলেন,
উচ্চারণ-"ফাওয়াইলুল্লিল মু'সাল্লীন আল্লাযীনাহুম আন সালা-তিহিম ছা-হূন আল্লাযীনাহুম ইউরা-উনা "
অর্থ- ঐ নামাজির জন্য অয়েল দোযখ, যারা নামাজে আল্লাহকে ভুলে গেছে, ঐ সব ব্যাক্তি যারা লোক দেখানো ইবাদত করে।

সহিহ্ হাদিস শরীফে আছে– 'লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরিল ক্বাল্ব'। অর্থাৎ : হুজুরি দিল ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহতায়ালা সুরা কাহ্ফ আয়াত নং ১১০-এ বলেছেন,
'ফামান কানা ইয়ারজু লি-ক্ব-য়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সলেহাওঁ অলা ইউস্রেক বি-ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা'
"যে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিৎ সে যেন নেককাজ করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে"

বর্তমানে নামাজিদের নামাজের কী অবস্থা, তা একটু চিন্তা করে দেখুন। নামাজি ব্যক্তি বলেন, নামাজে (আলহামদু) ইয়াকা-না বুদু-ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন'। অর্থাৎ : আমি তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াত যখন পাঠ করা হয়, তখন কার কথা বা রূপ ওই নামাজি ব্যক্তির ধ্যানে থাকে? প্রায়ই দেখা যায়, যে যা ভালোবাসে বা যার ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে, তার কথাই তখন তার ধ্যানে আসে। অথচ অন্য সময় অপেক্ষা নামাজের মধ্যেই নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও বাজে-বাহুল্য বিষয় হৃদয়ের ভিতর আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন এক কবি বলেছেন–
'জাবা দর জেকরে, ওয়া দেল দর ফেকরে খানা,
চে হাসেল শোদ-জী নামাজে পাঞ্জেগানা।
চে শোদ গার মসহা-ফাহ দর পেশে বাশোদ
চু দেল দর ফেকের গাওউ মেশে বাশোদ।'

অর্থাৎ : মুখে আল্লাহর জিকির ও মনে বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকলে, সে রকম পাঞ্জেগানা নামাজে তোমার কী ফল হবে? তোমার মনে যদি গরু ও মেষের ভাবনা থাকে, তবে সামনে কোরআন খুলে রাখলে কী ফল হবে?

অতএব, খোদার এবাদতে ঘোড়া, গরু, ভেড়া-বকরী, স্ত্রী-পুত্রকে গায়রুল্লাহ ভেবে আমরা বাতেনে মোশরেক হচ্ছি। এ যে কত বড় ভয়ঙ্কর ও পাপের কাজ করে চলেছি আমরা, তা বুঝতে পারছি না। এ ধরনের শেরক থেকে মুক্তির চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধ আত্মায় কবুলিয়াতের নামাজ আদায় করা প্রতিটি ঈমানি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য নয় কি? রাসুল (স:) সাহাবিদের, যে নামাজ শিক্ষা দিতেন, সে নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয় না। কিন্তু আমরা সে বিষয়ের বা পদ্ধতির কতটুকু মেনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি?

সুরা নিসা ১১৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলেন-

‘ইন্নাল্লাহা লা-ইয়াগফিরু আই ইউস্‌রাকা বিহী ওয়া ইয়াগফিরু মা-দূনা জালিকা লি-মাইয়াশা’।

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন–

‘আনতাবুদাল্লাহা কা-আন নাকা তারাহু ফাইল্লাম তাকূন তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাক’

অর্থাৎ, তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তা না পার, তবে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এই হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নামাজেই আল্লাহর মোশাহেদা (দর্শন) করতে হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে অন্য এক হাদিস শরীফে রেওয়ায়েত আছে–

‘ইন্নাল মো’মিনূনা ইজা-কানা ফিস্‌ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউসাব্বি রাব্বাহু।’

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তার পালনকর্তার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে রায় দিয়েছেন– নামাজের প্রথম তাকবিরের সময় আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ হলেই নামাজ হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, নামাজের অন্য অংশে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করতে হবে না। বরং এ কথার মর্মে বোঝা যায় যে, নামাজের সব অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওজরবশত তাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। এটা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়েছেন। তাই বলে, তিনি এটা বলেননি যে, তোমরা জীবনভর ওইভাবে নামাজ পড়ো।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্ ২০৮ নাম্বার আয়াতে আছে–
‘ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ খুলু ফিসসিলমি কা-ফ্ফাহ, অলা-তাত্তাবিউ খুতু ওয়াতিশ শাইত্বা-ন ইন্নাহু লাকুম আদুওউম মুবিন।’

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের (কুমন্ত্রণাদানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সূরা মুদ্দাছছির, ৪০-৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

‘ইয়াতাসা-আলূন। আনিল মুজ্বরিমীন। মা-সালাকাকুম্ ফী সাক্বার। ক্বা-লূ লাম নাকু মিনাল মুছাল্লীন। ‘ওয়া লাম নাকু নুত্ব-ইমূল মিসকীন্। ওয়া কুন্না-নাখূদ্বু মা’আল খ-য়দ্বীন’।

অর্থ: পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কেন জাহান্নামে যাচ্ছো? তারা বলবে, আমরা নামাজি ছিলাম না। মিসকিনদেরকে আহার করাতাম না। দোষ তালাশীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। যার কারণে আজ আমরা জাহান্নামে যাচ্ছি। (সূরা মুদ্দাছছির আয়াত নং ৪০-৪৫)
‘অমা খালাক্ব তুল জ্বিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া বুদূন’। (সূরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬)

অর্থ: আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬)

“ক্বাদ আফলাহাল মু‘মিনূন। আল্লাযীনা হুম ফী স্বালা-তিহিম্ খা-শি‘ঊন” (সূরা মু‘মিনূন, আয়াত ১-২)

অর্থ: মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভয়-ভীতির সাথে দন্ডায়মান হয়। (সূরা মু‘মিনূন, আয়াত ১-২)

‘ওয়াল্লাযীনা হুম আলা-স্বালা-তিহিম ইউহা-ফিজুন উলা-ইকা ফী জ্বান্না-তিম মুকরামুন।’ সূরা মা’আ-রিজ আয়াত ৩৪-৩৫)

অর্থ: আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ যত্নের সাথে হেফাজত করে অর্থাৎ যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আদায় করে তারা-ই জান্নাতে অতি সম্মান-ইজ্জতের সাথে বাস করবে। (সূরা মা’আ-রিজ আয়াত ৩৪-৩৫)

‘ফাওয়াই লূল্লিল মুসাল্লীন। আল্লাযীনাহুম্ আন সলাতিহিম্ সা-হুন।’
(সূরা মাউন, আয়াত ৪-৫)

অর্থ: আফসোসের বিষয় সেই নামাজিদের জন্য, যারা তাদের সালাতে অমনযোগী উদাসিন থাকে। (সূরা মাউন, আয়াত ৪-৫)

‘অল্লাযীনা হুম্ আলা সালাওয়া তিহিম্ ইয়ূহা-ফিযুন। উলা-য়িকা হুমুল ওয়া রিছুন।

আল্লাযীনা ইয়ারিছুনাল্ ফিরদাউসা হুম ফীহা খা-লিদূন।' (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত ৯,১০,১১)

অর্থ: আর যারা তাদের নামাজে যত্নবান, তারা-ই জান্নাতের উত্তাধিকারী, যারা ফিরদাউসের উত্তাধিকারী হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত ৯,১০,১১)

'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা তাকরাবুস সলাতা অ-আনতুম সুকারা হাত্তা তা'লামূ মা-তাকুলূনা ওয়ালা-জুনুবান ইল্লা আবীরি সাবীলিন্ হাত্তা তাগতাসিলু; ওয়া ইন কুনতুম মারদ্বা আও-আলা সাফারিন আও জ্বা-আ আহাদুম মিনকুম মিনাল্ গা-ইতি আও লা মাসতুমুন্নিসা আ ফালাম তাজ্বিদূ মা-আন ফাতাইয়াম্মামু স্বাঈদান ত্বাইয়্যিবান ফামসাহু বিউজি হিকুম ওয়া-আ-ইদীকুম ইন্নাল্লাহা কানা আফওও ওয়ান গাফুরা।' (সূরা নিসা, আয়াত ৪৩)

অর্থ: হে মুমিনগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার আর নাপাক অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে মুসাফির হলে অন্য কথা। আর যদি তোমরা রুগী হও, সফরে থাক বা কেউ শৌচাগার হতে আস বা স্ত্রী সহবাস কর, আর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর আর মাসেহ কর চেহারা ও তা নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল গুনাহ মার্জনাকারী

সবকিছুর মূল হল ইসলাম, আর ইসলামের খুঁটি সালাত। (তিরমিজি শরীফ)।

তোমরা অটুট ও অবিচল থাক, গণনা করো না, আর মনে রাখবে তোমাদের সবোর্ত্তম আমল হল সালাত, একজন মুমিন অবশ্যই সবর্দা অজুর সাথে থাকতে চেষ্টা করবে । (ইবনে মাজাহ, পৃ: ২৭৩)

সালাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপকরণ। হযরত সাওবান (রাঃ) নবী করিম সল্লোল্লাহু আলাইহিস সাল্লামকে, এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা/সালাত আদায় করতে থাক, তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহ তোমার মযার্দা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন। (মুসলিম শরীফ, পৃ:৭৩৫)

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সেজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা সেজদার অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। (মুসলিম শরীফ, পৃ: ৭৪৪)

সালাত পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হতে আর এক জুমা মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।

(মুসলিম শরীফ, পৃ: ৩৪৪)

'মান তারাকাস্ সালাত মুতায়াম্মিদাম ফাক্বাদ কাফার।'

অর্থ: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিল, সে যেন কুফুরি করল। (বুখারী শরীফ)

মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরে। (মুসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের প্রচলন করেছেন। দৈহিক এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল সালাত। সালাত এমন একটি এবাদত যাকে আল্লাহ তাঁর মাঝে এবং তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। সে তার প্রভু বা স্রষ্টাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। এই সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কণ্টকমুক্ত হয়। সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ ফিরিয়ে আনে। সালাতের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয় ।

সালাতের বৈশিষ্ট্য:

সালাত এমন এক এবাদত যা সারা-বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না, এমনকি মৃত্যু শয্যাতেও সালাত হতে বিরত থাকার কোন বিধান নাই। আল্লাহতায়ালা প্রথমে মে'রাজের রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। তারপর আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসেন। তবে সওয়াব ও বিনিময় পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই জারী রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে আল্লাহতায়ালা তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সওয়াব প্রদান করবেন। সালাত একমাত্র এবাদত যা আল্লাহতায়ালা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। আল্লাহর একাত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালাতের স্বাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন।

সুরা আল- আনাম ১৬২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

উচ্চারণ- কু'ল ইন্না সলাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ'ইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন।

অর্থ- "বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য"

সুরা নাহল, আয়াত নং- ৪৯-৫১

উচ্চারণ- ওয়ালিল্লা-হি ইয়াছজুদু মা-ফিছ্ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্‌দি'মিন দা-ব্বাতিউ ওয়াল মালাইকাতু ওয়া হুম লা-ইয়াছতাক্‌বিরূন্। ইয়াখা-ফূনা রাব্বাহুম্ মিন ফাওকি'হিম ওয়া ইয়াফ্'আলুনা মা-ইউ'মারূন। ওয়া কা-লাল্লাহু লা-তাত্তাখিযূ - ইলা-হাইনিছ্'নাইনি ইন্নামা-হুওয়া ইলা-হুউ ওয়াহি'দ, ফাইয়্যা-ইয়া ফার্‌হাবুন।

অর্থ- "আসমান ও যমীনের মাঝখানে বিচরণশীল যাহা কিছু সৃষ্টিজগত আছে তারা সকলে মহানআল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতারাও, তারা অহংকার করে না। তারা উর্দ্ধে আসীন তাদের পরাক্রমশালী রবকে ভয় করে এবং তারা তাঁর আদিষ্ট বিষয় পালন করে। আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না, তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব আমাকেই ভয় কর"

ব্যাখা ঃ একটি হাদীস- রাসূল (স.) বলেন, আমি যা দেখি তা তোমরা দেখছ না, এবং আমি যা শুনেছি তা তোমরা শুনছ না। আকাশ চিৎকার করছে এবং চিৎকার করা তার জন্য সঙ্গতও। আল্লাহর কসম আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর মহত্ব ও মহানূভবতার কথা বর্ণনা করছেন না। আমি যা জানি তোমরাও তা যদি জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে এবং আপন স্ত্রীর সাথে সজ্জাশায়ী হয়ে, সে সূধা আহরণের স্বাদ গ্রহন করা থেকে বিরত থাকতে এবং পাহাড় পর্বতে আরোহণ করে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে থাকত আর তারই শরণাপন্ন হত। এতদশ্রবনে হযরত আবুযর (রাঃ) বলেন, হায়! আমি যদি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলে দেয়া হত।

সুরা নূর, আয়াত নং- ৪১

উচ্চারণ-আলাম তারা আন্নাল্লা-হা ইউছাব্বিহু'লাহুমান-ফিছ্ ছামা ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দি ওয়াত'তা'ইরু সা-ফফা-তিন কুল্লুন ক্বাদ-আলিমা সলাতাহু ওয়া তাছবীহ'াহূ ওয়াল্লা-হু'আলীমুম বিমা-ইয়াফ'আলুন।

অর্থ- "আপনি কি দেখেন না যে,আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ও উড়ন্ত পাখিকুল প্রত্যেকেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, প্রত্যেকেরই নামায ও তাসবীহ্ বিদ্যা জানা আছে, আর আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত"

নামাযের পূর্বশর্ত হল শরীর পাক-পবিত্র থাকা, পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল-অযুর আবশ্যক। তাই গোসল-অযুর নিয়ম-কানুন বর্ণনা কার হলঃ

গোসল

দেহ পবিত্র করবার জন্য সমস্ত শরীর উত্তমরুপে ধৌত করার নাম গোসল। গোসল চার প্রকার । যথা-১। ফরজ,২।ওয়াজিব ৩। সুন্নত ও ৪। মুস্তাহাব।

নিম্ন লিখিত কারণে গোসল ফরজ হয়।

১। মৃত ব্যক্তির গোসল জীবিতদের জন্য ওয়াজিব।

২। কোন কাফির মুসলমান হলে।

৩। স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে ।

৪। পুরুষ ও মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে ও মেয়েদের ঋতুস্রাব দ্বারা সাবালিকা হলে।

৫। স্ত্রী লোকের ঋতু বন্ধ হলে।

নিম্নলিখিত কারণে গোসল করা সুন্নত।

১। জুময়ার নামাজের জন্য।

২। উভয় ঈদের নামাযের জন্য।

৩। হজ্বের দিন হাজীদিগকে আরাফতের ময়দানে অবস্থানের জন্য

৪। হজ্ব কিংবা উমরার জন্য এহরাম বাঁধার জন্য নিয়ত করার সময় গোসল করা।

নিম্নলিখিত কারণে গোসল করা মুস্তাহাব।

১। শবে বরাতে

২। শবে ক্বদরে

৩। আরাফার রাত্রে

৪। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়

৫। উন্মাদ চৈতন্য প্রাপ্ত হলে

৬। মৃতকে গোসল প্রদানকারী

৭। মক্কা বা মদীনা শরীফে প্রবেশ করলে।

৮। কাফির পাক অবস্থায় মুসলমান হতে চাইলে

গোসলের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গুসলা লিরাফ্‌য়িল জানাবাতি।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করবার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

গোসল করার নিয়ম

প্রথমত ঃ নিয়ত করবে, তারপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে, অতঃপর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। শরীরে বা কোন স্থানে নাপাক থাকলে তা ধুয়ে ফেলবে। এরপর অজু করবে, কিন্তু পা ধোয়ার প্রয়োজন নাই। তারপর ডান ও বাম কাঁধে পানি ঢালবে । গোসল শেষ হলে অন্য জায়গায় যেয়ে পদদ্বয় ধৌত করবে।

গোসলের ফরজ ৩ টি

১। কুলি করা।

২। নাকের ভিতর পানি দেওয়া।

৩। সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

স্ত্রীলোকের গহনা পরিধানের ছিদ্রে এবং তার নীচে পানি প্রবেশ না করলে গোসল সিদ্ধ হবে না।

গোসলের সুন্নত ছয়টি

১। দু'হাত ধৌত করা।

২। শরীরে নাপাকী ধুয়ে ফেলা ।

৩। লজ্জাস্থান ধৌত করা ।

৪। সর্ব শরীর তিনবার ধৌত করা।

৫। অজু করা ।

৬। গোসল শেষ হলে অন্যস্থানে যেয়ে পা ধৌত করা।

অজুর ফরজ চারটি

১। কপালের উপরিভাগের চুলের উৎপত্তি স্থান হতে থুতনীর নিম্নদেশ এবং কর্ণমূল হতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।

২। আঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে কনুইসহ উভয় হাত উত্তমরুপে ধৌত করা।

৩। মস্তক মাসেহ করা অর্থাৎ মুছে নেয়া।

৪। দু'পায়ের গিরার উপরিভাগ হতে নিম্নে সমস্ত অংশটুকু উত্তমরুপে ধৌত করা।

অজুতে সুন্নাত কি কি ?

১। অজুর নিয়ত করা নিয়ত এই

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াজ্জায়া লিরাফইল হাদাসে ওয়াস্তে বাহাতাল লিছ্ ছালাতে ওয়াতা কাররোবান ইলাল্লাহে তায়ালা।

অর্থ ঃ নাপাকী দূর করিবার ও শুদ্ধরুপে নামায পড়িবার ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অজু করছি।

অজু ভঙ্গের কারণ কি কি ?

১। বাহ্য প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া মল,মূত্র,বায়ু,বীর্য্য,চিরক্রিমি ইত্যাদি কোন কিছু বের হলে।
২। শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত,পুজ,বা দুষিত পানি গড়িয়ে পড়া।
৩। জ্ঞান হারা হলে।
৪। মাতাল হলে।
৫। মুখ ভরে বমি করলে।
৬। নামাযের মধ্যে হাসলে।
৭। পুরুষ স্ত্রীর গুপ্ত অঙ্গ একত্র করলে।
৮। কাত চিৎ কিংবা হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে।
৯। উন্মাদ হলে।

অজু করার নিয়ম

প্রথমে কেবলার দিকে ফিরে বসবে অতঃপর অজুর পাত্র বাম দ্বারে রাখবে, তারপর অজুর নিয়ত করবে। ও উক্ত রুপ দোয়া পাঠ করে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর তিনবার কুলি করবে। তিনবার নাকে পানি দিবে, সাফ করবে। অতঃপর মুখমন্ডল কপালের, উপরিভাগ চুলের গোড়া হতে থুথুনির নিচ পর্যন্ত, ডান কানের লতা হতে বাম কানের লতা পর্যন্ত উত্তমরুপে ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাতের কনুই ও বাম হাতের কুনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর মাথা মাসেহ করবে, মাথা মাসেহ করবার নিয়ম উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী একদিকে রাখবে ও তর্জনী আঙ্গুলী একদিকে রাখবে আর মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী একদিকে রাখবে অতঃপর উভয় হাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মাথা এক সাথে মিলিয়ে মাথার সম্মুখ হইতে পিছনের দিকে নিয়া যাবে। তারপর হাতের কাতা দিয়ে সম্মুখের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা উভয় কানের সম্মুখ হতে মাসেহ্ করে পিছনের দিকে নিয়া যাবে। অতঃপর উভয় হাতের পিঠ দ্বারা গর্দান মাছ্হে করবে। অতঃপর উভয় পায়ের টাকনা পর্যন্ত ধৌত করবে।

একদিন সাহাবী ওসমান (রাঃ) পানির পাত্র আনালেন এবং দুই হাতের উপর তিন বার পানি ঢেলে ধৌত করলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র হতে পানি উঠায়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখমন্ডলকে তিনবার ধৌত করলেন এবং দুই হাত কনূই পর্যন্ত তিন বার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন, তারপর দুই পা টাকনার উপর পর্যন্ত তিন বার দৌত করলেন, তারপর বললেন, রাসূল (স.) ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি এই রুপ অযু করে দুই রাকাত নামায পূর্ণ একাগ্রতার চিত্তে পড়বে অর্থ্যাৎ নামায পড়াকালীন দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি ধ্যান না করবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

(বোখারী শরীফ, বাংলা তরজমা পৃষ্ঠা-১৩৬, হাদীস নং-১২৩)

অযুর দোয়াঃ

"আল্লাহুম্মাজ আ'লনি মিনাত তাওয়াবিনা ওয়াজ আ'লনি মিনাল মুতাতাহহিরীন"
অর্থ-হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল কর এবং আমার পবিত্রতা কবুল কর।

অযুর পর দোয়াঃ

"ছুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবে হামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহ দাকা লা শারিকা লাকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা"
অর্থ- আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুনগান করি। তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। তুমি এক তোমার কোন শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং সমস্ত গুনাহ হতে তওবা করছি।

ওসমান (রাঃ) কতৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীছেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে যে- নিয়মিত অযু করে আল্লাহর প্রতি এরুপ একাগ্রতার সাথে দুই রাকাত নামায পড়বে যে , নামায পড়া কালীন দুনিয়ার কোন খেয়াল যেন অন্তরে স্থান না পায়। এই অবস্থা হাসিল করার চেষ্টা করলেই বুঝে আসবে, তবে একা একা সম্বভ হবে না। একজন দূর দৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক কামেল মুর্শিদ সাধকের কাছে গিয়ে সাধনা শিখতে হবে তবেই এই কঠিন কাজ আয়ত্বে আসবে এবং সাধনা সফল হবে। আর সাধনা আরম্ভই হলে করীরা গুনাহ্ হতে সম্পূর্ন বাঁচে থাকা এবং কোন কারণে নফসের ধোকায় পড়ে কবিরা গুনাহ্ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি তওবা করে নেবে।

এই স্থলে রাসূলূল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতির নৈপূন্য উপলব্ধি করা যায়। নবী করীম (স.) মানুষকে কোন আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমলের করনীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়টা উহ্য রেখে শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের বাহ্যিক আকৃতি উল্লেখ করতেন, আর উক্ত আমলের ফজিলতটা বর্ণনা করতেন তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এতে মানুষের মনোবল ও সাহস অক্ষুন্ন থাকে এবং আশার আলোতে সে অগ্রসর হওয়ায় আকৃষ্ট হয়, অধিকান্ত সে আশায় বুক বেঁধে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিও ইঙ্গিত থাকে যেন কুটিল স্বভাবের লোকেরা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবার অবকাশ না পায়।

এই স্থানে উক্ত পদ্ধতিতেই কথা বলা হয়েছে। ফজিলত বর্ণনায় অতি উচ্চ মানের অযু ও নামাযের ফজিলতের ভিতর দিয়ে আমলের গভীরে পৌছতে হবে। তবেই সে আল্লাহর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে ও খোদা প্রাপ্তি তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করতে পারবে। আমলের যখন গভিরে পোঁছবে তখন সে সৃষ্টি কে ভুলে যাবে এবং স্রষ্টার প্রেমে সর্বক্ষন মগ্ন থাকবে তখন খোদা প্রাপ্তি হাসিল হবে। এই জন্য আমি অযু নামাযের শিক্ষা দেই কেননা মোরাকাবা ছাড়া কেউহই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।

তাই পাঠকগণ ! আমি অনুরোধ করে বলতে চাই অযু ও নামাযের মধ্যে দিয়েই আল্লাহর দিদার দর্শন মিলে, আপনারা কোন অবস্থায়ই নামায ক্বাজা করবেন না। নামাযের সাথে সাথে আমার দেওয়া অজিফা পালন করবেন, শরীয়তের ছোট বড় হুকুম মেনে চলবেন, তবেই এলমে মা'রেফত আপনাদের জন্য সহজ হবে।

তায়াম্মুম

পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে কিংবা পানি না পাওয়া গেলে এমতাবস্তায় অজু ও গোসলের কাজ শরীয়তের আদেশমত মাটি জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা সমাপন করাকে তায়াম্মুম বলে।

নিম্নলিখিত কারণে তায়াম্মুম করতে হবে।

১। চতুর্দিকে এক মাইল এলাকার মধ্যে কোথাও পানি পাওয়া না গেলে।
২। পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে।
৩। কুপ হতে পানি তুলবার কোন ব্যবস্থা না থাকলে।
৪। সঞ্চিত পানি খরচ করলে নিজে কিংবা পালিত পশু পিপার্সাত থাকলে।
৫। হিংস্র জন্তু বা শত্রুর ভয়ে পানির নিকট পৌঁছতে অক্ষম হইলে।
৬। বিক্রয়ের পানি খরিদ করতে অসমর্থ হলে।
৭। কেহ পানি বিনা মূল্যে দিতে অস্বীকার করলে।
৮। উভয় ঈদের বা জানাজার নামাজ অজু করে জামাত না পাইবার ভয় হলে।

তায়াম্মুমের মধ্যে ফরজ তিনটি

১। নিয়ত করা, নিয়ত এই,
উচ্চারণ ঃ না-ওয়াইতু আন আতায়াম্মামু লিরাফইল হাদাসি ওয়াস্তি বাহাতাল লিস সলাতি ওয়াতাক্বার্ রুবান ইলাল্লাহি তায়ালা।
অর্থঃ আমি নাপাকি দূর করবার জন্য, নামাজ শুদ্ধরুপে পড়বার ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করছি।
২। অজুতে যে পরিমান মুখমন্ডল ধৌত করতে হয় ঠিক সেই পরিমানই তায়াম্মুমে মাসেহ করতে হবে।
৩। উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করবে?

শুকনা মাটিতে তায়াম্মুম করা উত্তম। বালি,পাথর, চুনা ইত্যাদি মাটি জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে। যে জিনিস মাটি জাতীয় নয়। যেমন সোনা,চান্দি ইত্যাদি তাহা দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরস্ত নয়।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

বিসমিল্লাহ বলে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে। তারপর উভয় হাতের আঙ্গুলীগুলি বিস্তার করতঃ মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মেরে একটু আগে পিছে ঘর্ষণ করবে। পরে হাত দুটি একটু ঝেড়ে ফেলবে এবং ঐ মাটি হাতদ্বারা মাথা ও সমস্ত মুখমন্ডল একবার উত্তমরুপে মাসেহ করবে। তৎপর আরও একবার হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে, একটু ঝেড়ে বাম হাতের দ্বারা ডান এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে।

মনে রাখতে হবে যে, অজুতে যে পর্যন্ত স্থান ধৌত করতে হবে। তায়াম্মুমেও ঠিক ঐ পর্যন্ত স্থানই মাসেহ করতে হবে। একটি পশম পরিমাণ স্থানও যদি মাসেহ করা বাকী থাকে তবে তায়াম্মুম দুরস্ত হবে না।

কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়?

ফতুয়ায়ে আলমগীরিতে আছে যে, যে কারনে অজু ভঙ্গ হয় সে কারণে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন-গুহ্যদ্বারা বা মুত্রনালী দিয়া কোন কিছু বাহির হলে, শরীরের ক্ষত স্থান হতে পুঁজ বা রক্ত গড়ে পরলে, মুখ ভরে বমি করলে, কোন কিছুতে ঠেসদিয়া নিদ্রা গেলে, উন্মাদ বা অচেতন হলে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কামোত্তেজনা লয়ে নগ্নদেহে আলিঙ্গন করলে ইত্যাদি।

মুনিয়া কিতাবে আছে- কোথাও পানি না পাওয়া গেলে -এই ওজরে তায়াম্মুম করা হয়েছে, কিন্তু পানি পাওয়া মাত্রই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ফতুয়ায়ে শামীতে আছে যে, অন্যান্য যে সকল কারণে তায়াম্মুম করা দুরস্ত আছে, সেই কারণ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন পানির নিকট যেতে ভয় ছিল সে ভয় দূর হয়ে গিয়েছে। তখন তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

নামাজের সূরা সমূহ

সূরা ফাতিহা (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর রাহমানির রাহীম। মালি-কি ইয়াও মিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইঈন। ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম। ছিরাত্বাল্লা-জীনা আন্‌ আমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দা-ল্লীন, আমীন।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক পরম দাতা, দয়ালু এবং শেষ দিবসের সর্বময় কর্তা। হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সরল ও সোজা পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পথে নহে, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, কবুল কর।

সূরা ক্বদর (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ ইন্না আনযাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি। অমা আদরাকা মা-লাইলাতুল ক্বাদ্বরি। লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহরিন, তানায্‌যালুল মালা-ইকাতু ওয়ার রুহ্‌ ফীহা বিইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন, ছালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি কোরআন শরীফ ক্বদরের রজনীতে (সম্মানিত রাত্রে) নাযিল করেছি। এবং তুমি কি জান শবে ক্বদর কি? শবে ক্বদর হাজার মাস হতে উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রুহ সমূহ তাদের প্রতিপালকের আদেশমত প্রত্যেক কার্যের জন্য নেমে আসে। শান্তি (বিরাজ করে) ইহা ফজর হবার সময় পর্যন্ত থাকে।

সূরা ফীল (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফীল। আলাম ইয়াজ্ব-আল কাইদাহুম ফী তাদলীল ওয়া আরছালা আলাই হিম ত্বাইরান আবাবীল। তারমী-হিম বিহিজ্বা- রাতিম মিন্‌ সিজ্বজীল ফাজা আলাহুম কা'আসফিম মা'কুল।

অর্থঃ [হে মুহাম্মাদ সাঃ] আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই, আপনার প্রভু হস্তীর

অধিপতিবৃন্দের সাখে কিরুপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্তকে নস্যাত করে দেন নাই ? এবং তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখী পাঠিয়েছেন; পাখিগুলু তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল পাথরের টুকরা। এইভাবে তিনি তা দিগকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় করে দিলেন।

সূরা কুরাইশ (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ লিঈলা-ফি কুরাইশিন। ইলাফিহীম রিহলাতাশ-শিতা-ই ওয়াসস্বাঈফ। ফাল ইয়া'বুদু রাব্বা হাজাল বাইত। আল্লাযী আত আমাহুম মিন জু'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম মিন্ খাওফ্।

অর্থ ঃ কুরাইশদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির জন্য, শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে (বাণিজ্য ব্যবসায়ী) তাদের বিদেশ যাত্রার যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়, তার জন্য তাদের উচিত এই ঘরের (ক্বাবা শরীফের) প্রভুর ইবাদত করা। যিনি তা দিগকে ক্ষুধার অন্ন দিয়াছেন এবং (দুশমনের) ভয় হতে নিরাপত্তা দান করেছেন।

সূরা মাউন (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ আরা আই তাল্লাযী ইউকায্‌যীবু বিদ্দীন। ফাযালি কাল্লাযী ইয়াদুয়্যুল্ ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা- ত্বা'আমিল মিসকিন। ফাওয়াইলুল্লিল্ মুসাল্লিন, আল্লাযীনা হুম আন সলাতিহিম সাহুন। আল্লাযীনা হুম ইউরাউনা ওয়া ইয়ামনা'উনাল মা- উন।

অর্থ ঃ [হে নবী সাঃ] আপনি কি দেখিয়াছেন ঐ ব্যক্তিকে যে কেয়ামত কে মিথ্যা বলে প্রচার করে ? অনন্তর সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে এতীমকে ধমক দেয় এবং নিঃস্ব ব্যক্তিকে খাবার দেওয়ার ব্যাপারে অপরকে উৎসাহ দেয় না। অতঃপর ঐ সকল নামাজীর জন্য অয়েল দোযখ, যারা তাদের নামাযে আলস্য করে, যাহারা লোক দেখানো নামায পড়ে, আর যারা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি কর্য অপরকে দিতে অস্বীকার করে।

সূরা কাওছার (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ ইন্না-আ'তাইনা কালকাওছার। ফাসাল্লিলি রাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শা-নিআকা হুয়াল আবতার।

অর্থঃ [হে নবী সাঃ] আমি আপনাকে কাওছার (নামক হাউজ) দান করেছি; অতএব আপনি আপনার প্রতি পালকের (সন্তোষ লাভের) জন্য নামাজ পড়েন; আপনার শত্রুরাই নিঃসন্দেহে লেজ কাটা বা নির্বংশ।

সূরা কাফিরুন (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণঃ কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন। লা-আ'বুদু মা-তা'বুদুন। ওয়ালা আনতুম আ'বিদুনা মা-আ'বুদ। ওয়ালা আনা আ'বিদুম মা আবাততুম। ওয়ালা আন্তুম আবিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।

অর্থ ঃ (হে নবী!) আপননি বলুন, হে কাফেরগণ। তোমরা যার উপাসনা কর। আমি তার উপাসনা করিনা, আর আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও, এবং তোমরা যার উপাসনা কর, আমি তার উপাসক নই এবং আমি যার উপসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা নছর (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ ইযা জা-আ নাস্‌রুল্লা-হি ওয়াল ফাত্হু। ওয়ারা আয়তান্ নাসা ইয়াদ খুলুনা ফী দ্বী-নিল্লাহি আফ ওয়াজা, ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা অসতাগ্‌ফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওয়্যা-বা।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং (হে মুহাম্মাদ সাঃ) আপনি লোকদিগকে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি প্রশংসার সাথে আপনার প্রতি পালকের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন; তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল (তওবা কবুলকারী)।

সূরা লাহাব (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউ ওয়া তাব্বা। মা-আগনা আনহু মালুহু ওয়ামা কাসাব। সাইয়াছ্লা না-রান যা-তা লাহাবিও, ওয়ামরা আতুহু। হাম্মা লাতাল হাত্বাব, ফী জ্বীদিহা- হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ ঃ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংশ হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে কিছুই তার কাজে আসবেনা। শীঘ্রই সে শিখা যুক্ত অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রী ও (কাষ্ঠের বোঝা বহন কারী) গ্রীবাদেশে খেজুরের আঁশ নির্মিত রশ্মি বাঁধা থাকবে।

সূরা ইখলাস (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।
অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ (হে নবী) বলুন, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি কারও জন্ম দেন নাই এবং কারও জাত নহেন এবং তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কেই নেই।

সূরা ফালাক (মক্কায় অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।
অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। মিনশাররি মা-খালাক্ব। ওয়ামিন শাররি গা-ছিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়ামিন শাররিন্নাফ্‌ ফাসাতি ফিল উ'কাদ্ব ওয়ামিন শাররি হাছিদিন ইযা হাছাদ।

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মাদ সাঃ) বলুন, প্রভাত কালের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে এবং গিরায় ফুঁ-দানকারী (যাদুকর মহিলাদের) অনিষ্ট, এবং হিংসুকগণের হিংসা হতে যখন হিংসা করে।

সূরা নাস (মক্কা অবতীর্ণ)

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।
অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বি-রাব্বিন নাছ্‌। মালিকিন না-স। ইলা-হিন্‌ না-স্‌। মিন শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছ। আল্লাযী ইউ ওয়াছ বিছু ফী ছুদুরিন-নাছ। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মাদ সাঃ) বলুন, আমি মানুষের প্রতি পালকের নিকট আশ্রয় চাই। মানুষের শাহানশাহ প্রভুর নিকট, মানুষের উপাস্য প্রভুর নিকট, সদা পলায়নকার শয়তানের প্ররোচনায় অনিষ্ট হতে যে, (শয়তান) মানুষের অন্তর সমূহে কুমন্ত্রনা দেয়, জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে।

নামাজের ফরজ সমূহ

নামাজের ভীতরে ও বাহিরে মোট ১৩ টি ফরজ। তন্মধ্যে নামাজের বাহিরে ৬ টি ফরজ ও নামাযের ভিতরে ৭ টি ফরজ। বাহিরের ৬ টিকে শর্তে নামাজ বা আহকামে নামাজ বলে। ভিতরের ৭টি ফরজকে ছিফাতে নামাজ বা আরকানে নামাজ বলে। এই তেরটি ফরজের মধ্যে কোন একটি ফরজ বাদ পড়লে নামাজ ছহীহ্ হবে না।

নামাজের আহকাম বা শর্তসমূহ

অজু, গোসল, তায়াম্মুমের ন্যায় নামাজে ও ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব ইত্যাদি কার্যাবলী রয়েছে। নামাজ শুদ্ধভাবে আদায় করবার জন্য নামাজের প্রারম্ভে কতগুলো অবশ্য পালনীয় বা ফরজ কাজ আছে। সেই গুলিকে আহ্কাম বা নামাজ শুদ্ধ হবার শর্ত বলে।

১। শরীর পাক হওয়া-গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল এবং অজুর প্রয়োজন হলে অজু করা।

২। জামা কাপড় পবিত্র হওয়া-ফতুয়ায়ে আলমগীরিতে আছে- পরিধেয় বস্ত্র পাক-পবিত্র হওয়া। যদি কেউ বিনা ওজরে অপবিত্র কাপড়ে নামাজ পড়ে, তবে তাহার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

৩। জায়গা পাক-নামাজীর শরীর নামাজের সময় যে সকল স্থানে স্পর্শ করবে অন্ততঃ সেই স্থানটুকু পাক হতে হবে।

৪। ছতর ডাকা- শরীয়াতের দৃষ্টিতে শরীরের যে সকল অংশগুলি ঢেকে নামাজ পড়া নির্দেশ রয়েছে ঐ সকল অংশ ঢাকতে হবে।

৫। কেবলা মুখী হওয়া নামাজের সময় কেবলা বা কা’বা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে।

৬। নামাজের নিয়ত করা-আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে, ওয়াক্তের নামাজ পড়বে সেই ওয়াক্তের নিয়ত করবে।

নামাজের আরকান বা ছিফাত সমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলি নামাজের ভিতরের ফরজ বা নামাজের অপরিহার্য অঙ্গ। এই কারণে এগুলোকে নামাজের আরকান বা স্তম্ভসমূহ বলে।

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা নামাজের প্রথমেই তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করতে হয়। নামাজের নিয়ত করে পুরুষদের কান পর্যন্ত এবং মহিলাদের কাঁদ পর্যন্ত উভয় হাত উঠিয়ে “আল্লাহু আকবার” বলে পুরুষদের নাভীর নিচে এবং মহিলাদের সিনার উপর বাম হাত নীচে ডান হাত উপরে রাখবে। একে তাকবীরে তাহরীমা বলে। তাহ্রীমা বাঁধার পর নামাজীর জন্য নামাজের কাজ ব্যতীত যাবতীয় পার্থিব কাজ হারাম হয়ে গেল।

২। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া- ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে অক্ষম হলে শুয়ে পড়বে। তবে সঙ্গত কারণে শুয়ে বা বসে পড়বে অন্যথায় চলবে না। (দোঃ মোখতার)

নফল নামাজ কারণ বশতঃ অথবা বিনা কারণে উভয় অবস্থাতে বসে পড়লে চলবে। কারণ বশতঃ নফল নামায বসে পড়লে দাঁড়ায়ে পড়ার অর্ধেক ছওয়াব পাবে। (মুনিয়া)

৩। কেরাত-প্রত্যেক রাকআতে সূরায়ে ফাতেহার পর কোরআনের যে কোন আয়াত মিলাতে হবে। কিন্তু ফরজ নামাজ তিন রাকআত হলে নামাজের তৃতীয় রাকয়াতে এবং চার রাকয়াত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরায়ে ফাতিহার পর আর কোন সূরা আয়াত পড়তে হবে না।

৪। রুকু করা- অনেককেই দেখা যায়, দাঁড়ান অবস্থা হতে সামান্য একটু ঝুকে হাঁটুতে হাত ছুয়ান মাত্রই অবিলম্বে সেজদায় চলে যায়, যা দেখিলে রুকু করা হচ্ছে বলে বুঝার উপায় থাকে না। এইরুপ কখনও করবে না, একটি ফরজ কাজ যাতে ভালভাবে পালন হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকবে। আর যখন রুকু করবে তখন খেয়াল রাখতে হবে। যে দুই হাতের তালু উভয় হাঁটুর উপরে রাখে সম্মুখের দিকে এমনভাবে ঝুকে পড়া উচিত হবে যাতে কোমর, পিঠ ও মাথা সমানভাবে স্থাপিত হয়।

৫। সেজদা করা - সেজ্‌দার বেলায় অনেকে মোরগের আহার ঠোকরাইয়া খাওয়ার মত দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এরূপ যারা করে, তারা একটি ফরজ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না বলেই এরুপ করে থাকে। আসলে সেজদা ধীরস্থির ভাবে করতে হবে। যেমনঃ নাক ও কপাল দ্বারা ভূমি স্পর্শ করা, সেজদা করতে গিয়ে প্রথমত নাক জমিনে স্পর্শ করে পরে কপাল স্পর্শ করবে।

৬। শেষ বৈঠক করা-যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু ও দুরুদ এবং দোয়ায়ে মাছুরা পাঠের পর ছালাম ফিরে নামায শেষ করা হয় তাকে শেষ বৈঠক বলে।

৭। নামায হতে বের হওয়া - নামাজের মধ্যে করা যায় না সেরুপ কাজ থেকে বিরত থেকে ছালাম ফিরিয়ে নামাজ হতে বের হওয়া ফরজ। (হেদায়া)

নামাজের ভিতরের এই যে সাতটি ফরজের কথা উল্লেখ করা হল, এর কোনটি স্বেচ্ছায় বাদ দিলে বা ভুলক্রমে বাদ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না। পুনরায় সেই নামাজ দোহরাইয়া পড়তে হবে। - (হেদায়া)

নামাযের ওয়াজিব সমূহ

নামাজের মধ্যে ফরজ কাজ সমূহ ছাড়া আরও এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়, যাহার কোনটি ভুলক্রমে ছুটিয়া গেলে ‘সোহু সেজদা’ করলে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই কাজ গুলিকে ওয়াজিবাতে নামাজ বা নামাজের ওয়াজিব কাজ সমূহ বলা হয়। যথা ঃ

১। সূরায়ে ফাতেহা বা আল্‌ হামদু পড়া।

২। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাজের সকল রাকআতে সূরা বা কিরাত পড়া।

৩। নামাজের কাজগুলি ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা বা রুকু ও সিজদাতে কিছু সময় বিলম্ব করা।

৪। নামাজে ফরজ গুলি সুষ্ঠভাবে আদায় করা বা রুকু সিজদাতে কিছু সময় বিলম্ব করা।

৫। রুকু এবং দুই সিজদার মাঝখানে এক তাসবীহ পরিমান অবকাশ নেওয়া বা রুকু করা হলে সেই অবস্থা হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং এক সেজদা করা হলে সোজা হয়ে বসে আবার দ্বিতীয় সেজদা করা।

৬। তিন বা চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম দুই রাকয়াতের পর বৈঠক করা।

৭। বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়া।

৮। উভয় বৈঠকে 'তাশাহুদ' বা আত্তাহিয়্যাতু -আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত পড়া।

৯। সালামের সাথে নামাজ শেষ করা।

১০। ফজর মাগরিব ও এশার জামায়াতে পড়িলে প্রথম দুই রাকয়াতে ইমামের সশব্দে কেরাত পড়া।

১১। রমজান মাসের তারাবীহ ও বিতরের নামাজ জামায়াতে পড়লে এর প্রত্যেক রাকআতে ইমামের স্বশব্দে কেরাত পড়া।

১২। জু'মা এবং দুই ঈদের নামাযে ইমামের সশব্দে ক্বিরাত পড়া।

১৩। দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১৪। মুকতাদিগনের ইমামের অনুস্বরন করা।

১৫। নামাজের কেরাতে সেজ্দার আয়াত পাঠ করলে তেলাওয়াতের সেজ্দা আদায় করা।

নামাজের সুন্নাত সমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়ে পুরুষগণের কানের লতি পর্যন্ত এবং স্ত্রী লোকগণের কাঁদ পর্যন্ত উভয় হাত উঠান।

২। তাকবীরে তাহরীমার সময়ে উভয় হাতের আঙ্গুলী বিস্তার করে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা এবং নামাজের মধ্যে উভয় পা আঙ্গুলীসহ কেবলার দিকে রাখা।

৩। জামায়াতের নামাজে ইমামের জোরে জোরে আর মুকতাদীগণের নীরবে তাকবীর বলা।

৪। তাহ্রীমা বাঁধার পর, রুকুর অবস্থা, রুকু করার পর দাঁড়ানো অবস্থা, সেজদার অবস্থা, দুই সেজদার মধ্যবর্তী বসা অবস্থা, এবং বৈঠকের অবস্থা ব্যতীত অন্য সব সময় পুরুষদের নাভির নীচে এবং স্ত্রী লোকদের সীনার উপর বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত বাঁধা অর্থাৎ ডান হাতে বাম হাত ধরে রাখা।

৫। তাকবীরে তাহ্রীমা বাঁধার পর 'ছানা' অর্থাৎ ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা দোয়াটি পড়া।

৬। ছানা পড়ার পর নীরবে আউযুবিল্লাহ্ ও বিছমিল্লাহ্ পড়া।

৭। চারি রাকয়াত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকআতে শুধু 'আল হামদু লিল্লাহ' ছূরা পড়।

৮। আল্ হামদু ছুরার পর আস্তে আ২স্তে আমীন পড়া।

৯। রুকুতে যাওয়ার সময়ে, সেজদায় যাওয়ার সময়ে, সেজদা হতে উঠার সময় "আল্লাহু আকবার" বলা।

১০। রুকুতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" বলা ।

১১। রুকুতে বসে ডান হাত ডান পায়ের হাঁটুতে এবং বাম হাত বাম পায়ের হাঁটুতে স্থাপন করা।

১২। রুকু হতে উঠিবার সময় ইমাম" ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ " এবং মুকতাদীগণের রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলা; আর একাকী নামায পড়িলে উভয়টি বলা।

১৩। বৈঠকের অবস্থায় পুরুষদের ডান পায়ের পাতা খাড়া ও বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া উহাতে ভর দিয়া বসা; আর স্ত্রী লোকগণের উভয় পায়ের পাতা ডান পার্শ্বে ছড়াইয়া দিয়া নিতম্বের বাম অংশের উপর ভর দিয়ে বসা।

১৪। বৈঠক অবস্থায় উভয় হাতের আঙ্গুলিগুলি উরুতে রাখা।

১৫। শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়া।

১৬। প্রথম ছালামে নিজের ডান পার্শ্বে এবং দ্বিতীয় ছালামে বাম পার্শ্বে চেহারা ফিরান।

১৭। ইমাম হলে প্রথম ছালাম ডান পার্শ্বের ফেরেশতা ও মুকতাদীগণকে এবং দ্বিতীয় ছালাম বাম পার্শ্বের ফেরেশতা ও মুকতাদীগণকে ছালাম দিচ্ছে মনে করা।

১৮। দ্বিতীয় ছালামে প্রথম ছালাম হতে খানিকটা আস্তে আওয়াজ করা।

১৯। "আছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্" বাক্য বলে নামাজ শেষ করা, (শাঃতাঃদোঃ মোখতার)

নামাজের মুস্তাহাব সমূহ

১। তাক্বীরে তাহ্রীমা বলার সময়ে উভয় হাত জামার আস্তিন বা চাদরের ভিতর হতে বের করা।

২। দুই পায়ের মধ্যখানে স্বাভাবিক পরিমান ফাঁক রেখে দাঁড়ান।

৩। দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে, রুকুর হালতে পায়ের দিকে বসা অবস্থায় কোলের দিকে, ডানদিকে সালাম ফিরাবার সময় ডান কাঁধের উপর আর বাম দিকে সালাম ফিরাবার সময় বাম কাঁধের উপর নজর রাখা।

৪। মুয়াজ্জিন একামত বলার সময় যখন হায়্যা আলাস সালাহ্ বলবে, তখন নামাজের জন্য দাঁড়ান। কিন্তু যদি ইমাম পূর্বেই দাঁড়ান, তখন মুক্তাদীগণের ও দাঁড়াতে হবে।

৫। মুয়াজ্জিন কাদ্ক্বামাতিসসালাহ বললে নামাজ আরম্ভ করা।

৬। নামাজের মধ্যে হাই-হাঁচি যথা সম্ভব বারণ করে রাখা।

৭। হাই উঠলে মুখের উপর ডান হাত রাখা।

৮। রুকুর হালতে মাথা ও পিঠ বরাবর রাখা।

৯। সেজদার হালতে হাত ও পায়ের আঙ্গুলীগুলি কেবলামুখী রাখা।

নামাজ ভঙ্গের কারণ

নিম্নলিখিত কাজগুলিকে 'মুফসিদাতে নামাজ' বলে। এই সমস্ত কাজের যে কোনটি করলে নামাজ 'ফাসেদ' অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায়।

১। নামাজের মধ্যে ভুলক্রমে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কথা বললে স্বজ্ঞানে সালাম করলে বা সালামের জবাব দিলে হাঁচির জবাব দিলে কারণ ব্যতীত কাঁশি দিলে, শুভ সংবাদে মারহাবা এবং দুঃসংবাদে ইন্নালিল্লাহ্ বলিলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

২। নামাজের ভিরে কোন জিনিষ খাওয়া বা পান করা।

৩। ফরজ নামাজের কোরআন শরীফ দেখে সূরা ক্বেরাত পড়লে।

৪। নাপাক জায়গায় সেজদা করা।

৫। কেবলার দিক হতে সিনা অন্যদিকে ঘুরে যাওয়া।

৬। মুকতাদী ইমাম হতে সামনে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ান।

৭। ঈমাম ব্যতীত অন্য কারও ভুলের জন্য লোকমা দেওয়া।

৮। মুকতাদী ছাড়া অপর কারও লুকমা ইমামের গ্রহণ করা ।

৯। 'আমলে কাছির' অর্থাৎ দুই হাতে একত্রে কোন কাজ করা - যা দেখলে নামাজের হালতে আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ শরীর চুলকান।

১০। নামাজের প্রত্যেক রুকুনে দুবারের বেশী শরীর চুলকালে।

১১। বিনা করাণে গলা খেকর দেওয়া।

১২। কারও হাঁচির জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা।

১৩। নামাজে মধ্যে থেকে চুলের খোঁপা বাঁধা।

১৪। নামাজরত অবস্থায় স্ত্রীলোকের শিশুকে স্তন্যদান করা।

১৫। বই-পুস্তক বা কোন লেখা নজরে পড়ায় তা পড়ে নেওয়া।

১৬। বিশেষ কোন প্রয়োজন বশতঃ দাঁড়াবার স্থান হতে সেজদার স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া দুরস্ত আছে। কিন্তু সেজদার জায়গা ছেড়ে আরও সামনে এগিয়ে গেলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৭। নামাজে সাংসারিক কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করলে। (দোঃমোখ্তারঃ ফতহুল কাবীর)

টিকা ঃ দাঁড়াবার সময় পায়ের আঙ্গুলিগুলি সোজা কেবলামুখী করে দাঁড়াতে হবে । অনেক সময় দেখা যায় অনেক মানুষ বা অনেক আলেমদেরকেও দেখা যায় নামাজে দাঁড়ালে পায়ের সম্মুখভাগ থাকে কোণাকোণি ভাবে আড় থাকে, আর পায়ের মুড়া দুইটি চাপানো থাকে, এইবাবে নামাজ মাকরুহ হয়ে যাবে। নামাজে দাঁড়াবার সময় খেয়াল রাখতে হবে উভয় পায়ের আঙ্গুলির দিক ও মুড়ার দিক সমান থাকতে হবে।

কোন নামাজ কত রাকআত ?

ফজরঃ ৪ রাক্আত = সুন্নতে মোয়াক্কাদা - দুই রাকআত।
ফরজ-দুই রাকআত।

জোহরঃ ১২ রাক্আত = সুন্নতে মোয়াক্কাদা - চারি রাকআত।
ফরজ-চার রাকআত।
সুন্নতে মোয়াক্কাদা -দুই রাকআত।
নফল-দুই রাকআত।

আছরঃ ৮ রাক্আত = সুন্নতে জায়েদা - চার রাকআত।
ফরজ-চার রাকআত।

মাগরিব ঃ ৭ রাক্আত = সুন্নতে মোয়াক্কাদা - দুই রাকআত।
ফরজ-তিন রাকআত।
নফল-দুই রাকআত।

এশা ঃ ১২ রাক্আত = সুন্নতে জায়েদা -চার রাকআত।
ফরজ-চার রাকআত।
সুন্নতে মোয়াক্কাদা - দুই রাকআত।
নফল-দুই রাকআত।

বিৎর ঃ ৩ রাক্আত = ওয়াজিব - তিন রাকআত।

জমুয়া ঃ ১২ রাক্আত = সুন্নতে মোয়াক্কাদা - চার রাকআত।
ফরজ-দুই রাকআত।
সুন্নতে মোয়াক্কাদা - চার রাকআত।
নফল-দুই রাকআত।

পাঞ্জেগানা নামাজ বিতরের নামাযের রাক্আত সমূহের সংখ্যা এবং কোনটির পর কোনটি পতিে হবে, তা ধারাবাহিকবাবে বর্ণনা করা হল। জোহর মাগরীব ও এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর যথা সম্ভব কিছু নফল নামাজ পড়া উত্তম। বেশি না পারলে অন্ততঃ দুই রাকআত পড়বে। কেউ কেউ মনে করে যে, নফল নামাজ ওয়াকতিয়া নামাজের অংশ। আসলে তা নয়। উপরোক্ত স্থানে যদিও ওয়াকতিয়া নামাজের সংগে সংযোজন করেছি। মুকতাদীগণের সুবিধার জন্যে। নামাজের নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে নফল নামাজ পড়া যায়।

নামাজ পড়ার নিয়ম

নামাজের স্থান মসজিদ ভাল, বাড়ীতে বা কোন স্থানে পড়লে পাক জায়গা নির্বাচন করে পাক বিছানায় কেবলামুখী দাঁড়িয়ে প্রথম নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।
উচ্চারণ ঃ ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সাম-ওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন আমি অবশ্যই তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম। আমি অংশীবাদীদের মধ্যে নাই।

দোয়ায়ে ছানা

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতা বারাকাছমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ ! তুমি অতি পবিত্র; আমি তোমাকে তোমার প্রশংসার স্বরণ করছি। তোমার নাম বরকতময়, তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তুমি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই।

ছানা পড়ে মনে মনে পড়বে

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের ধোকা হইতে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় চাচ্ছি।

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করছি। অতঃপর সূরা ফাতিহা বা আল হামদুলিল্লাহ হতে ওয়ালাজ জোয়াল্লিন পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর উপরোক্ত সূরা হতে যে কোন একটি সূরা পড়বে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত সূরা হতে নীচের সূরার মধ্যে আসতে হবে, যেমন ঃপ্রথম রাকআতে আলামতারা সূরা পাঠ করলেন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কোরাইশ বা লি-ইলাফি কোরাইশ। এই তরতীবের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সূরা ফাতেহা পাঠ করে উপরোক্ত নিয়মে অন্য একটি সূরা পাঠ করে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকুতে চলে যাবে, এবং এই তাছ্বীহ্ পাঠ করবে। রুকুর তাছবীহ্ এই-

উচ্চারণ ঃ ছুবহানা রাব্বিয়াল আজীম।

অর্থঃ অতি পবিত্র আমার মহান প্রতিপালক। তিনবার বা পাঁচবার অথবা সাতবার পাঠ করে রুকু হতে দাঁড়াবার সময় পাঠ করবে।

উচ্চারণ ঃ সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ।

অর্থঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করেন, আল্লাহ তা শুনেন। রুকু হতে সোজা হয়ে পড়বে।

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল হাম্দ।

অর্থ ঃ আল্লাহ ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার।

বলে সেজদায় যাবে, সেজদায় যাবার সময় আগে হাত পরে নাক ও কপাল জমিনে রাখবে। এবং তাছবীহ পাঠ করবে।

উচ্চারণ ঃ ছুবহানা রাব্বিয়াল আলা।

অর্থ ঃ অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক।

তিনবার বা পাঁচবার অথবা সাতবার বলার পর "আল্লাহু আকবার" বলে বসবে ও এই দোয়াটি পাঠ করবে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম মাগফিরলি ওয়ার হামনী ওয়ার জুক্নী ওয়াহ্দিনী।
অর্থ ঃ ইয়া আল্লাহ। আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর এবং রিজিকের ব্যবস্থা কর, এবং আমাকের সৎপথে প্রদর্শন কর।
অতঃপর ”আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয় সেজদায় চলে যাবে উপরোক্ত নিয়মে তিনবার বা পাঁচবার অথবা সাতবার সেজদার তাছবীহ পাঠ করবে। অতঃপর ”আল্লাহু আকবার” বলে আস্তে আস্তে দাঁড়াবে। ঠিক উপরোক্ত নিয়মেই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে অন্য সূরা পাঠ করিয়া রুকু, সেজদা যথারীতি আদায় করে বসবে ও তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়বে । যথা-
উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আছ ছালামু আলাইকা অইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালেহীন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।
অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা এবং সকল প্রকার মৌখিক, শারিরীক ও আত্মিক এবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই। হে নবী (সঃ) আপনার প্রতিশান্তি আল্লাহ্‌র রহমত ও অশেষ বরকত নাজিল হোক। আমাদের এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগনের প্রতি ও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
প্রকাশ থাকে যে, দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে উপরোক্ত তাশাহুদের পর নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা সহ পাঠ করবে। আর নামাজ যদি তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে উপরোক্ত তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু হতে “আবুদুহু ওয়া রাসূলুহু” পর্যন্ত পাঠ করে, “আল্লাহু আকবার” বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং উপরোক্ত নিয়মে যথারীতি “আউযুবিল্লাহ” ও “বিসমিল্লাহ” এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এইখানে জানার বিষয় হলো, যদি ফরজ নামাজ হয় তাহলে দুই রাকাতের পর বাকি দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আর অন্য সূরা পাঠ করতে হবেনা শুধু “ওয়ালাজজোয়াল্লিন” পর্যন্ত পাঠ করে রুকুতে চলে যাবে। উপরোক্ত নিয়মে যথারীতি রুকু, সেজদা,করে দাঁড়িয়ে যাবে, আবার “আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ” এবং সূরা ফাতেহা শেষ করে রুকু, সেজদা করে বসে এবং উপরোক্ত তাসাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে দুরুদ শরীফ পড়ে ও দোয়া মাছুরা পড়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। (দরুদ শরীফ)
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ'লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিও ওয়াআ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাজিল করুন, যেরুপ আপনি আমাদের সরদার হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে

আল্লাহ আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগনের প্রতি আপনি বরকত নাযিল করুন, যেরুপ আপনি আমাদের সরদার হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি করেছেন। আপনি সত্যিই প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

দোয়ায়ে মাছুরা

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছিরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল। গাফুরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অত্যাধিক জুলুম (অত্যাচার) করছি। আমার এমন পাপরাশি ক্ষমা করবার সাধ্য তুমি ছাড়া আর কেউও নাই। তুমি আমাকে সর্ম্পূণরুপে মাফ কর এবং দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি মার্জনা ও অনুগ্রহকারী।

সালাম ঃ

উচ্চারণ ঃ আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

অর্থঃ আপনাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

অতঃপর নিম্নোক্ত মোনাজাত করবে-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফীদ্‌দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফীল আখিরাতি হাছানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্‌নার । ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আ'লা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহা-বিহী আজমা-য়ীন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক। আমাদেরকে ইহ পরকালের সুখ শান্তি প্রদান করুণ এবং দোজখের অগ্নি হতে রক্ষা করুণ। হে পরম দয়ালু! আপনার রহমতের ধারা আপনার শ্রেষ্ঠ মাখলুক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর পরিবার বর্গ এবং সমস্ত আছহাবের উপর শান্তি ও রহমত বিস্তার করুণ আমীন।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাকআত বিশিষ্ট সুন্নত নামাজ হইলে প্রতি রাকআতেই সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাতে হবে। মনে রাখিবে, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাজ হলে নিয়ত করবার সময় 'রাকআতায়' বলবে; তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাজ হল "ছালাছা রাকআতি" এবং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ হইলে "আরবা রাকআতি" বলবে। সুন্নাত নামাজ হলে " ছুন্নাতু রাসূল্লিল্লাহি" এবং ফরজ হলে" ফারজুল্লাহি তায়ালা" আর ওয়াজিব নামাজ হলে" ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা" বলবে। কোন ওয়াক্তের কোন নামাজ, কোন ধরনের নামাজ- ফরজ, কি ওয়াজিব, কি সুন্নাত এবং কত রাকআত -তা মনে মনে স্থির করাই আসল নিয়ত। মনে মনে স্থির করার সাথে সাথে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা উত্তম। তাতে মন ও মুখ এক হয়ে নামাজে মশগুল হয়। বাংলা ভাষায় ও নিয়ত করা চলে, তবে আরবীতে নিয়ত করা আফজাল বা উত্তম । নিম্নে প্রত্যেক নামাজের নিয়ত আলাদাভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল ফাজরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজ পড়বার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল ফাজরি ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকআত সুন্নত নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল জোহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে জোহরের চারি রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জোহরের চারি রাকাআত ফরজ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল জুহরি; ফারজুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে জোহরের চারি রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জোহরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিজ জুহরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে জোহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

আছরের চারি রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল আছরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আসরের চারি রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

আছরের চারি রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল আছরি ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আছরের চারি রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

মাগরীব নামাজের ফরজ তিন রাকআতের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা ছালাছা রাকআতি ছালাতিল মাগরিবি ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে মাগরীবের তিন রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

মাগরিব নামাজের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল মাগরীবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে মাগরীবের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

এশার চারি রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল এশায়ী সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে এশার চারি রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

এশার চারি রাকাআত ফরজ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল এশায়ী ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে এশার চারি রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল এশায়ী সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে এশার দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

নফল নামাজের নিয়ত ঃ

জুহুর, মাগরীব ও এশার নামাজের পর একই নিয়মে নফল নামাজ পড়তে হবে।

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে দুই রাকআত নফল নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

বিতরের তিন রাকআত ওয়াজিব নামাজের নিয়তঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা ছালাছা রাকআতি ছালাতিল বিতরি ওয়াজিবুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে তিন রাকআত বিতরের ওয়াজিব নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

দোয়ায়ে কুনুত

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈনুকা ওয়া নাছ তাগ্‌ফিরুকা ওয়ানু মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুছ্‌নী আলাইকাল খাইরা, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাঁই ইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসয়া, ওয়ানাহফিদু, ওয়ান'রজু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আ'যাবাকা, ইন্না আ'যাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং পাপ ক্ষমা

চাই এবং তোমারই উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তোমারই উপর ভরসা করি এবং আমরা তোমারই প্রশংসা করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং আমরা তোমার অবমাননা করি না, এবং যারা তোমার অমান্য করে, আমরা তাদেরকে বর্জন করে থাকি। হে খোদা! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার সন্তুষ্টির জন্যই নামাজ পড়ি, তোমাকেই সেজদা করি, তোমার আযাবকেই ভয় করি। তোমার আজাব কাফিরদের উপরই পড়বে।

দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করে যথারীতি রুকু সেজদা করে নামাজ শেষ করবে।

জুমার নামায

জুমার চার রাকআত কাবলাল জুমার নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল ক্বাবলাল জুমুয়াতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুয়া সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জুমার দুই রাকআত ফরজ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসক্বিত্বা আন জিম্মাতি ফারদুজ জোহরি বি আদায়ি রাকআতায় ছালাতিল জুমুয়াতি ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত জুমুয়ার ফরজ নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

বাদাল জুমার চার রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতিল বা'দাল জুমুয়াতি সুন্নাতু,রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বা'দাল জুম্মার চার রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

অজু করবার পর অজুর হক সম্পর্কিত দুই রাকাআত নামাজ পড়া সুন্নাত। এবং মসজিদে প্রবেশ করলে তুই রাকআত নামাজ পড়া সুন্নত। এই কাজগুলি কোন ওয়াক্তের সাথে সামঞ্জস্য নাই। তাহিয়্যাতুল অজু যখন অজু করবে তখনই দুই রাকআত নামাজ আদায় করতে হয়। অনেকে এই তাহিয়্যাতুল অজু নামাজকে জুমার নামাজের অংশ হিসাবে

জানে আসলে তা নয়। আর যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে তখনই দুখুলুল মসজিদ দুই রাক্আত নামাজ আদায় করতে হয়। এটাও জুমার নামাজের অংশ নয়। মোজাদ্দেদীয়া নামাজ শিক্ষার মধ্যে' তাহিয়্যাতুল অজু ও দুখুলূল মসজিদ নামাজের নিয়ত ও সংযোগ করা হল।

দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল অজু নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতি ছালাতিল তাহিয়্যাতুল অজুয়ি সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল অজু নামাজের নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার।

দুই রাকআত দুখুলুল মসজিদ নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতি ছালাতিল দুখুলুল মসজিদ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুখুলুল মসজিদ দুই রাকআত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ক্বাজা নামাজ পড়িবার মাছায়েল

যে নামাজ যে সময়ে নির্ধারিত আছে, সেই সময়ের মধ্যে তাহা আদায় না করলে জিম্মাদারী হতে মুক্তি লাভ হয় না পরে সেই নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হয়। সময় মত পড়ে নাই বা পড়তে পারে নাই বলে পরে ও পড়তে হবে না, তাহা নয়। বিনা ওজরে ফরজ ওয়াজিব নামাজ যথাসময়ে না পড়লে গুণাহ্ হয়। সুতরাং বিনা ওজরে শুধু আলস্য হেতু সময় মত নামাজ না পড়ার পাপ কিছুতেই করা উচিত নয়। নামাজের কথা স্মরণ না থাকায় কারও কোন নামাজ পড়া হলো না। এই অবস্থায় যখনই মনে পড়বে, অবিলম্বে তা আদায় করে নিবে।

ক্বাজা নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আক্বজিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল ফাজরিল ফায়িতাতি ফারজুল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত ফরজের ক্বাজা নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

প্রকাশ থাকে যে, জোহরের নামাজ কাজা হলে আরবায়া রাকআতি ছালাতিজ জোহরি"

আছর নামাজ কাজা হলে, ”আরবা’য়া রাকআতি ছালাতিল আছরি” আর মাগিরবের নামাজ ক্বাজা হলে ”ছালাছা রাকআতি ছালাতিল মাগরিব” এশার নামাজ ক্বাজা হলে আরবা’য়া রাকআতি ছালাতিল এশায়ী বলতে হবে।

*ক্বাজা পড়বে, ক্বাজা পড়তে পারে- এইরুপ সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্বাজা না পড়লে গুণাহগার হবে (মেঃফাঃ)

*ক্বাজা নামাজ পড়বার জন্য ইহা জরুরী নয় যে, জোহরের ক্বাজা জোহরের সময়ে, আছরের ক্বাজা আছরের সময়ে মাগরীবের ক্বাজা মাগরীবের সময়ে পড়তে হবে। নামাজের নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময় ক্বাজা পড়তে পারবে। (দোঃ মোঃ)

*নামাজের কাজা পড়বার বেলায় ও আগের নামাজ আগে এবং পড়ের নামাজ পড়ে পড়বে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি, জোহর,আছর,মাগরীব এই তিন ওয়াক্তের নামাজ পড়তে পারে নাই। অতঃপর ক্বাজা এবং তারপর মাগরীবের কাজা পড়বে। (রাঃমোঃ)

*যে ব্যক্তি মাত্র এ ওয়াক্তের নামাজ পড়তে পারে নাই, সে এর কাজা না পড়ে পরবর্তী উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়লে শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি মাগরিবের নামাজ পড়িতে পারল না, সে মাগরীবের কাজা প্রথমে আদায় করবে, তারপর উপস্থিত এশার নামাজ পরবে।

কছর বা প্রবাসীর নামাজ

নিজ গুহা হতে নিয়মিত গতিতে হেঁটে বা যানবাহন যোগে (১-১৫) এক হতে পনের দিবা রাত্রের ব্যবধান পথ অতিক্রম করার মনস্থ করে নিজ বাড়ী হতে বের বা প্রবেশ হওয়াকে মুসাফিরী বলে। মুসাফিরের জন্য চারি রাকআত ফরজ নামাজের পরিবর্তে দুই রাকআত নামাজ পড়বার বিধান আছে। এইরুপ নামাজকে কছর নামাজ বলে। দুই বা তিন রাকআতের কোন ক্বছর নাই। পনের দিনের অধিক সময় থাকিতে নিয়ত করলে ক্বছর পড়তে হবে না। পুরা নামাজ পড়তে হবে। মুসাফির যদি কোন মুকীমের (স্থায়ী বাসিন্দা) পিছনে নামাজ পড়ে তবে চারি রাকআত পুরাই পড়বে। কিন্তু মুকীম যদি মুসাফিরের পিছনে নামাজ পড়ে এই ক্ষেত্রে মুসাফির ঈমাম দুই রাকআত পড়ে ’সালাম’ ফিরাবে আর মুকীম মোক্তাদি ইমামের সঙ্গে সালাম না ফিরে দাঁড়ায়ে যাবে, বাকী দুই রাকআত নামাজ আদায় করবে, মুকীম মুক্তাদী বাকী দুই রাকআতে সূরা পড়তে পারবেনা, সূরা কেরাত পরিমান আনুমানিক সময় চুপ থাকিয়া রুকু, সেজদা করবে ও নামাজ শেষ করবে। আর মুসাফির যদি চারি রাকআত পুরা পড়ে তবে গুণাহগার হবে। এবং তার নামাজ ও শুদ্ধ হবে না। মুসাফির রমজান মাসে রোজা রাখা মোস্তাহাব। আর কষ্ট হলে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

কছর নামাজের নিয়ত ঃ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন আক্বছারু লিল্লাহি তা’য়ালা রাকআতায় ছালাতিজ জোহরি ফারজুল্লাহি তা’য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা’বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে জোহরের দুই রাকআত ক্বছর নামাজের নিয়ত করলাম, আল্লাহু আকবার।

পীড়িত ব্যক্তির নামাজ

যে কোন অবস্থায় হোক না কেন, নামাজ আদায় করতে হবে, যদি কোন রুগাক্রান্ত ব্যক্তি অজু করলে রোগ বৃদ্ধি পাবার আশংকা থাকে, তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অসমর্থ হলে বসে এবং তাতেও যদি অসর্মথ হয় তবে পশ্চিম দিকে পা রেখে চিৎ অবস্থায় মাথার ইশারায় নামাজ আদায় করবে। তথাপী নামাজ মাফ নাই।

তারাবীহ্ নামাজের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতায় ছালাতিল তারাবীহ; সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াস্তে তারাবীহের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

টিকাঃ জামায়াতের নামাজ পড়িলে, মুকতাদীগণ ইমামের একতেদায় নিয়ত করবে।

উচ্চারণ ঃ ইক্বতিদাইতু বিহাযাল ইমাম।

উপরোক্ত নিয়ত বলতে বলতে যখন এখানে আসবে যে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহি তায়ালা তখনই বলবে' ইক্বতিদাইতু বিহাযাল ইমাম, মুতা ওয়াজজিহান" শেষ পর্যন্ত বলবে।

অর্থঃ আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তারাবীহের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজের এই ইমামের পিছনে একতেদা করে নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার।

এইভাবে প্রত্যেক নামাজেই নিয়ত করবে ইমামের পিছনে একতেদা করে। যেমনঃ অন্যান্য ওয়াক্তের ফরজ নামাজ যদি জামাতের সাথে পড়ে তাহলে এই ভাবেই নিয়ত করতে হয়। যেমন ঃ "ফারজুল্লাহি তা'য়ালা ইক্বতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান" ------- শেষ পর্যন্ত বলবে। আর ইমাম হলে বলবে

উচ্চারণ ঃ আনা ইমামুল লিমান হাজারা ওয়া মাইয়্যাহজুরু।

অর্থঃ আমি এই উপস্থিত মুকতাদিগণের ইমামে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

তারাবীহ নামাজের ইমাম হলে এইরূপ বলবে -সুন্নাতু রাছুলিল্লাহি তায়ালা আনা ইমামুল লিমান হাজারা ওয়া মাইয়াহজুরু মতাওয়াজজিহান .... শেষ পর্যন্ত বলবে।

এমনিভাবে ওয়াকতিয়া নামাজেও বলিবে যেমনঃ ফারজুল্লাহি তা'য়ালা আনা ইমামুল লিমান হাজারা ওয়া মাইয়্যাহ জুরু মতাওয়াজজিহান .... ইলাজিহাতিল .... শেষ পর্যন্ত বলবে।

প্রতি দুই রাকআতের পর এই দোয়া পড়া উত্তম ঃ

উচ্চারণ ঃ হা-যা-মিল ফাদলি রাব্বী ইয়া কারীমাল মা'রুফি ইয়া ক্বাদীমাল ইহসান, আহছিন ইলাইনা বি-ইহঃ ছানিকাল্ ক্বাদীম, ছাব্বিত ক্বুলুবানা আ'লা ত্বা-য়াতিকা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হি'মীন।

অর্থঃ ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ মাত্র। হে শ্রেষ্টদাতা! হে সর্বদয়াময়! তোমার অনুগ্রহের সাথে আমাদের প্রতি সদয় হও এবং আমাদের অন্তরকে তোমার উপাসনার উপর স্থায়ী রাখ। হে খোদা! তুমি সর্বপেক্ষা দয়ালু।

প্রতি চার রাকআতের পর এই দোয়া পড়িবে

উচ্চারণ ঃ ছুবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি, ছুবহা নাযিল ইযাযাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল ক্বদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারুত; ছুবহানাল মালিকিল্লযী লা-ইয়ানামু ওয়ালাইয়া মুতু আবাদান আবাদান ছুববুহুন কুদ্দুছুন রাব্বুনা। ওয়ারাব্বু মালা-ইকাতি ওয়ার রুহ।

অর্থঃ আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু অতি পবিত্র। সম্ভ্রম, মহত্বভীতি, ক্ষমতা, গৌরব ও প্রতাপের মালিক-পবিত্র। চীরঞ্জীব, চিরজাগ্রত ও চির অমর প্রভু তিনি পবিত্র । আমাদের ফেরেশতাগণেরও জিবরাঈলে পবিত্র ও মহামহিম।

প্রতি চার রাকআতের পর অথবা বিশ রাকআত শেষ করে এই মোনাজাত করবে।

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খালিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্নার, বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু, ইয়া কারীমু। ইয়াছাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাববারু ইয়া খা-লিকু ইয়া বারুরু, আল্লাহুম্মা আজির না মিনান্নারি, ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু। বিরাহ মাতিকা ইয়া-আর হামার রা-হিমীন।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট বেহেশত প্রার্থনা করি এবং দোজখ হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। হে বেহেশত দোজখের সৃষ্টিকর্তা। তোমারই কৃপা দ্বারা সর্বজয়ী। হে অতি ক্ষমাশীল। হে মহান দয়ালু। হে বৃহৎ দোষ আচ্ছাদনকারী। হে কৃপাময়। হে মহৎ শক্তিধর। হে মহান সৃষ্টিকর্তা। হে উপকারী। হে আল্লাহ আমাদিগকে দোযখ হতে রক্ষা কর। হে মুক্তিদাতা। হে ত্রানকর্তা। হে রক্ষাকারী। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমারই আপন অনুগ্রহ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুণ হতে রক্ষা কর।

ঈদুল ফিতর

রমজানের চাঁদ শেষ হলে শাওয়ালের নতুন চাঁদ উঠিবার পরদিনই ঈদুল ফিতর। সূর্য উদয়ের পর হতে দ্বি-প্রহরের পূর্বে জামায়াতের সাথে দুই রাকআত নামাজ পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের দিন প্রাতঃ কালে মেছওয়াক করে গোসল করবে। তারপর সুগন্ধি ব্যবহার করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবে। এরপর কিছু মিষ্টান পানাহার করবে এবং রোজার ফিতরা আদায় করবে। ঈদগাহে যাবে এবং এই তাকবীর মনে মনে পড়বে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান এবং আল্লাহর জন্য প্রশংসা।

আইয়ামে তাশরিক উপরোক্ত তাকবীর পবিত্র জিলহাজ্ব চাঁদের নয় তারিখে ফজর নামাজ হতে আরম্ভ করে উক্ত চাঁদের তের তারিখ আছরের নামাজ পর্যন্ত প্রত্যেহ ফরজ নামাজের পর পাঠ করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামাজের নিয়ত

ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে দুই রাকআত নামাজ পড়া ওয়াজিব। এই নামাজ এবং ছয় তাকবীর উভয়টাই ওয়াজিব এই নামাজের নিয়ম প্রথম নামাজে দাড়াবে এবং ইন্নি ওয়াজজাহ্‌তু .... শেষ পর্যন্ত পড়বে (ওয়াকতিয়া নামাজের নিয়মের স্থানে দেওয়া আছে।) তারপর নিয়ত করবে।

উচ্চারণ ঃ না ওয়াইতুন আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতায় ছালাতিল ঈদুল ফিতরি মায়া ছিত্তাতি তাকবীরা তিও ওয়াজিবুল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সঙ্গে আদায় করবার জন্য নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহা নামাজের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ না ওয়াইতুন আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতায় ছালাতিল ঈদুল আযহা মায়া ছিত্তাতি তাকবীরা তিও ওয়াজিবুল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ ঃ আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ঈদুল আযহার দুই রাকআত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সঙ্গে আদায় করবার জন্য নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার।

নিয়ত করে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানে লতি পর্যন্ত উঠিয়ে অবশিষ্ট চারটি আঙ্গুলি কেবলার দিকে রুজু করে আল্লাহু আকবার বলে তাহরীমা বাঁধে ছানা পড়বে (ছানা যথাস্থানে দেওয়া আছে) অতঃপর হাত উঠিয়ে আরও অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, তারপর মনে মনে "আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পাঠ করে রুকু, সেজদা করে আবার দাড়াবে অতঃপর 'আউযুবিল্লাহ' ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে রুকুতে যাবার পূর্বে আবারও অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর তখন তাকবীরের সাথে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিচের দিকে ছেড়ে দিবে। চতুর্থ বারে মাথায় আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাবে। যথারীতি রুকু, সেজদা করে বৈঠকে বসবে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহুদ ও দুরুদ শরীফ এবং দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে যথা নিয়মে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। তারপর দুইটি খুৎবা দিবে খুৎবা শেষ করে উপস্থিত মুক্তাদীগণকে নিয়ে এক খতম মিলাদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবে।

মোনাজাত

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা জোয়ালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খা-ছিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ)! আমরা নিজেরাই নিজেদের নফসের প্রতি অত্যাচার করেছি। এখন যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি সদয় না হও, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থগণের মধ্যে গন্য হব।

জানাযার বিবরণ

কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে তাকে গোছল দিয়া কাফন পরিয়ে চার তাকবীরের সাথে যে নামাজ পড়া হয় তাকে জানাজার নামাজ বলা হয়। জানাযার নামায ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ মৃত্যু সংবাদ শ্রবণেকারীদের পক্ষ হতে কিছু লোক উক্ত নামাজ আদায় করলে সকলের তরফ হতে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। জানাযার নামাজের মোট দুটি ফরজ ১। দাঁড়ায়ে নামাজ আদায় করা (২) চারটি তাকবীর বলা । এর কোন একটি ছুটিয়া গেলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। অবশ্য ওজর বশতঃ বসে পড়তে পারে।

জানাযার নামাজের নিয়ত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উআদ্দিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া তাকবীরাতি ছালাতিল জানাযাতি ফারজুল কিফাইয়াতি আচ্ছানাউ লিল্লাহি তা'য়ালা ওয়াছ ছালাতু আ'লান নাবীয়্যি ওয়াদ দো'উ লিহাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলাজিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আমি কেবলামুখী হয়ে এই ম্যায়্যিতকে সামনে রেখে আল্লাহর ওয়াস্তে ফরজে কিফায়া চার তাকবীরের সাথে জানাযা নামাজের নিয়ত করলাম। আল্লাহ আকবার।

(এখানেও ওয়াক্তিয়া নামাজের মত ইমামের ইক্বদাতিদ করতে হবে। ইক্বদাতিদ করা নিয়ম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় হইল মুর্দার যদি মেয়েলোক হয় তবে" লিহাযাল ম্যায়্যিতি" স্থলে লিহাযিহিল মায়্যিতি বলতে হবে।

নিয়ত বাধার পর প্রথমে নিম্নলিখিত ছানা পড়বে।

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকসমুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়ালা-ইলাহা গাইরুকা। এই ছানা পড়ে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর বলবে।

অতঃপর তৃতীয় দোয়া পড়বে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া' আলা আ'লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিও ওয়াআ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা

ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহু আকবর।
এইদুরুদ শরীফ পড়ে হাত উঠাবেন না।
অতঃপর নিম্নের দোয়া পড়বে।
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ও মাইয়্যিতিনা ওয়াশাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তা ওয়াফ্ফাই তাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আ'লাল ইমা'নি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
চতুর্থ তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলে ডানে ও বামে ছালাম ফিরাবার জানাযা শেষ করবে।
ছালাম ওয়াকতিয়া নামাজের ইচ্ছায় বা অধ্যায়ে দেওয়া আছে। ছালাম ফিরাবার পর হাত ছেড়ে দিবে।

কবর যিয়ারতের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম ওয়া আনতুম ছালাফুনা ওয়ানাহনুবিল আছরি।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফযীলত

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে সূরা বনি ইসরাইলের ৭৯ আয়াতে বলেছেন ঃ-
উচ্চারণ ঃ ওয়ামিনাল্লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহী নাফিলাতাল্লাকা য়াছা-আইয়্যাব য়াছাকা রাব্বুকা মাক্কামাম্মাহ্মূদা।
অর্থ ঃ আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও তাহাজ্জুদ পড়ুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ, অচিরেই আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহ্মূদে স্থান দিবেন।

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় ও নিয়ম

১। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায পড়ার সময়।
২। সুন্নতের নিয়তে দুই রাকাত করে ১২ রাকাত এবং কমপক্ষে ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়।

প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ

মসজিদে প্রবেশ কালিন আদবের সাথে প্রবেশ করবে। মসজিদে প্রথম পা দিয়ে ঢুকবে আর নিম্ন লিখিত দোয়া পড়বে।
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা।
মসজিদ হতে বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে বের হবে ও নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালুকা মিন্ ফাযলিকা।

খাবার প্লেট সামনে আসলে এই দোয়া পড়বে।

উচ্চারণ ঃ বিছ্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ।

খাবার শুরুতে পড়বে

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানাফীমা রা-যাক্বতানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।

খাবার পর এই দোয়া পড়বে

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব আ'মানা ওয়াছাক্বানা ওয়াজায়ালনা মিনাল মুছলিমীন।

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য

সুরা বাকারা আয়াত নং- ৭-১৪

উচ্চারণ- খাতামাল্লা-হু আলা-কু লূবিহিম ওয়ালা ছাম্‌'ইহিম ওয়ালা আব্‌সা-রিহিম গিশা-ওয়াতুওঁ ওয়ালাহুম 'আযা-বুন আজীম। ওয়া মিনান্না-ছি মাইঁ ইয়াকূ-লূ আ-মান্না-বিল্লা-হি ওয়া বিল্‌ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়ামা-হুম বিমু'মিনীন। ইউখা-দি উনাল্লা-হা ওয়াল্লাযিনা আমানূ ওয়ামা ইয়াখদা'উনা ইল্লা আংফুছাহুম ওয়ামাইয়াশ'উরুন। ফী কু লূবিহিম মারাদুন ফাঝা-দাহুমুল্লা-হু মারাদান ওয়ালাহুম আযা-বুন আলীমুম্‌ বিমা-কা-নূ ইয়াকযি'বূন। ওয়া ইযা কীলা লাহুম লা-তুফছিদূফিল আর্‌দি কা-লূ ইন্নামা-নাহ্‌নু মুস্‌লিহু'ন। আলা ইন্নাহুম হুমুল মুফছিদূনা ওয়ালা-কিল্লা- ইয়াশ-উরুন। ওয়া ইযাকীলা লাহুম আ-মিনূ কামা আ-মানান্না ছু কালূ-আনূ'মিনূ কামা আমানছ্ছুফাহা-উ আলা ইন্নাহুম হুমুছ্ছুফাহা-উ ওয়ালা-কিল্লা ইয়া লামূন। ওয়া ইযা-লাকুল্লাযীনা আমানূ কা-লূ আ-মান্না ওয়া ইযা খালাও ইলা-শাইয়াতীনিহিম কা-লূ ইন্না মা'আকুম ইন্নামা নাহনু মুছতাহ্‌ঝিউন।

অর্থ-"আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর ওপর পর্দা রয়েছে, তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি। আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি, আসলে তারা মোটেও ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা ধোকা দেয় নিজেদেরকেই, কিন্তু তারা তা বুঝে না। তাদের অন্তরে কঠিন রোগ রয়েছে, আর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, মিথ্যা বলার কারণে। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, বিপর্যয় সৃষ্টি করো না দুনিয়াতে। তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা তা বোঝে না। যখন তাদের কে বলা হয়, তোমরাও ঈমান আন অন্যান্য লোকদের ন্যায় তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব? নির্বোধ লোকদের মত? সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ কিন্তু তারা জানে না। যখন তারা মু'মিনদের সঙ্গে দেখা করে, তখন বলে- আমরা ঈমান এনেছি। যখন শয়তানদের নিকট যায়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, ওদের সাথে তো তামাশা করেছি মাত্র"

শানে নুযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ হযরত আলী (রাঃ) মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফেকী পরিত্যাগ কর, বাহ্যতঃ মুসলমান আর অন্তরে কুফরী, এটা অত্যন্ত জঘন্য। উত্তরে সে বলল, হে আবুল হাসান! আমাদের প্রতি আপনি এমন ধারণা পোষণ করেন! আমরা তো মুসলমান, আমারা তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন। (বয়ানূল কোরআন)

শানে নুযূল ঃ আয়াত-১৩ ঃ ইহুদীরা নিজেদের প্রশংসা করে বলত যে, আমাদের অন্তঃকরনে পর্দা আছে, আমাদের দ্বীনের কথা ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের কথা আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহতায়ালা এ আয়াত নাযিল করে এদের ভ্রষ্টতার উপর লা'নত করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একদা মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), ও হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখের প্রশংসা সকলের সামনে পৃথক পৃথক ভাবে করল। তারপর তারা যখন সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আপন সাথীদেরকে বলল, দেখলে তো, এদেরকে কেমন সন্তুষ্ট করে দিলাম। যেন সে বুজর্গদের সঙ্গে ঠাট্টাই করল। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -লুবাবুন্ নুযুল

সুরা নিসা আয়াত নং-১৪৫ মহান আল্লাহতায়ালা বলেন,
উচ্চারণ- ইন্নাল মূনা-ফিকীনা ফিদ্দারকিল আছফালি মিনান্না-রি ওয়ালান তাজিদালাহুম নাসীরা।
অর্থ-"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আপনি তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না"

শানে নুযূলঃ আয়াত-১৪৫ঃ মুনাফিকরা যন্ত্রনাদায়ক আযাব ভোগ করবে। কারণ কাফেররা প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কারণে ইসলামের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে নি, যে ক্ষতি এ মুনাফিকদের দিয়ে হয়েছে। বর্তমান এমন ধৃষ্ট ও কুটিল লোক রয়েছে যারা কাফের ও মনের দিক দিয়ে বেদ্বীন, কিন্তু বাহ্যতঃ ইসলামের মুখোশ পরিধান করে ইসলামের ক্ষতি করে। শত সহস্র বেদাত পয়দা করে এমনকি দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখার দ্বারা কোরআনের মধ্যে বিবর্তন আনার চেষ্টা করে। অতপরঃ কোরআনের চিরাচরিত নিয়মানুসারে প্রদর্শনের পর উৎসাহিত করার জন্য "অবশ্য তারা তওবা করবে" বলে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

কিন্তু চারটি শর্ত সাপেক্ষ, প্রথমত- আন্তরিকতার সাথে তওবা করা।
দ্বিতীয়- সৎ চরিত্রের মাধ্যমে ইলম ও আমলের বৈষম্যমূলক দোষ-ক্রুটি সংশোধন করা।
তৃতীয়- আল্লাহ বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতিই নির্ভরশীল হওয়া।

চতুর্থ- স্বীয় আমলে নিষ্ঠাবান হওয়া।

সুরা আনফাল, আয়াত নং-২
উচ্চারণ-ইন্নামাল মু’মিনূনাল্লাযীনা ইযা-যু’কিরাল্লা-হু ওয়াজিলাত কু’লূবুহুম ওয়া ইযা-তুলিয়াত আলাইহিম আ-ইয়া তুহু জা-দাত্হুম ঈমা-নাওঁ ওয়ালা-রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।
অর্থ- “মু’মিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আয়াত পাঠ করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের রবের উপরে নির্ভর করে। যারা নামায প্রতিষ্টা করে এবং যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাঁরাই প্রকৃত মু’মিন, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমা ও উত্তম রিযিক”

জিকিরের গুরুত্ব

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, সুরা রাদ, আয়াত নং-২৮
উচ্চারণ- আল্লাযী-না আ-মানূ ওয়া তাত’মাইন্নু কুলূবুহুম্ বি-যিকরিল্লা-হি ‘আলা-বি-যিক্রিল্লা-হি তাত’মাইন্নুল্ কু’লূব্ ।
অর্থ- “তারা ঐ লোক যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর স্বরণই বা জিকিরে যাদের মন প্রশান্ত হয়, জেন রাখ আল্লাহর স্বরণই বা জিকিরে মন প্রশান্ত হয়”

সুরা কাহাফ আয়াত নং- ২৮
উচ্চারণ-ওয়াসবির্ নাফ্ছাকা মা-আল্লাযীনা ইয়াদ’উনা রাব্বাহুম বিলগাতা-তি ওয়াল আশি ইয়ি ইউরীদূ না ওয়াজহাহূ ওয়ালা তা‘দুআইনা-কা আনহুম তুরীদু জিনাতাল হায়াতিদ্দুনইয়া ওয়ালা তুতি’ই মান আগ ফালনা কালবাহু আন জিকরিনা ওয়াত্তাবা’আ হাওয়া-হু ওয়া কা-না আমরুহূ ফূরুতা।
অর্থ- “ আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে ধৈয্য সহকারে রাখুন যারা ইবাদত করে নিজেদের রবের, সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সকাল-সন্ধ্যায়, আর পার্থিব জীবনের শোভা চেয়ে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করেছি, সে প্রবৃত্তির অনূসরণ করে, যার কার্য সীমার বাহিরে তার আনুগত্য করবে না”

সুরা আহযাব আয়াত নং-৪১-৪২
উচ্চারণ- ইয়া আইয়ূহাল্লাযীনা আ-মানুয্’কুরুল্লা-হা জিকরান কাছীরা-। ওয়া ছাব্বিহূ হু-বুকরাতাওঁ ওয়া আসীলা।
অর্থ- “লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে বেশি স্বরণ কর। এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা বর্ণনা কর”

সুরা যুমার আয়াত নং-২২
উচ্চারণ- আফামান সারাহাল্লা-হু সাদরাহু লিল্ইছলা-মি ফাহু ওয়া আলা-নূরিম্ মির্-

রাব্বিহী ফাওয়াইলুল্লিল কা-ছিয়াতি কু-লূবুহুম মিন জি-ক্‌রিল্লা-হি উলা ইকা ফী দালা-লিম মূবীন
অর্থ-“ অনন্তর আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে রবের নূরের মাঝে রয়েছে। আল্লাহর স্বরণ হতে যাদের মন শক্ত তাদেরই ধ্বংশ অনিবার্য। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

সুরা যূখরুফ আয়াত নং- ৩৬ ও ৩৭
উচ্চারণ- “ওয়া মাই ইয়াশু আন্ যিক্‌রির রাহমানি নূক্বায়্যিদ্ব লাহু শাইত্বানান ফাহুওয়া লাহু ক্বারীন। ওয়া ইন্নাহুম লা-ইয়াস্বুদ্দু নাহুম আনিস্ সাবীলি ওয়া ইয়াহ্ সাবূনা আন্নাহুম মুহতাদূন ”
অর্থ- যে ব্যাক্তি আল্লাহর স্বরণে বিমুখ হয় তার জন্য এক শয়তান কে নিয়োজিত করেন অতপরঃ সে হয় তার সঙ্গী। শয়তান মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ তারা ধারনা করে যে, তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

সুরা মুজ্জাম্মিল আয়াত নং -৮
উচ্চারণ- “ওয়ায্ কুরিস্-মা রাব্বিকা ওয়াতা বাত্তাল ইলাইহি তাব্‌তীলা”
অর্থ- তাই তোমার রবের নাম স্বরণ বা জিকির কর এবং একাগ্রভাবে তাতে মগ্ন হও।

জিকিরের নিয়ত

আমি আমার ক্বালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ আছি। আমার ক্বালব আমার মুর্শিদ দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের ক্বালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ আছে। আমার পীর ও মুর্শিদের ক্বালব মহানআল্লাহতায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ আছে। আল্লাহর তরফ থেকে আমার মুর্শিদ কেবলাজানের দিলের অসিলায় আমার ক্বালবে জিকিরে এলাহিয়ার ফয়েজ আসতেছে, দিল ভরতেছে এবং দিলের ভেতরে আল্লাহতায়ালার নূরের তাজাল্লিতে দিল নেচে উঠছে এবং আমার দিলে আল্লাহ! আল্লাহ! জিকির জারি হচ্ছে এই বলে কিছুক্ষন নিরবে ক্বালবের মুখে আল্লাহ! আল্লাহ! জিকির খেয়াল করবেন।

জিকিরের উপকারীতা

২৫টি উপকারিতা লাভ করা যায় (জিকিরে আরো অসংখ্য উপকারীতা আছে)

১। আল্লাহর জিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে। জিকির আল্লাহর সন্তুষ্টি, আত্মার প্রশান্তি আনে চেহারা ও অন্তরকে করে নূরানী ময় ।

২। জিকিরকারীকে দেখলে আল্লাহতায়ালার খাস তাছির পাওয়া যায়। জিকিরের দ্বারা লাভ হয় মোরাক্বাবা-মোশাহেদা যা পৌছে দেয় এহসানের স্তরে। সকল বিষয়ে আল্লাহই হন একমাত্র আশ্রয়স্থল। লাভ করা যায় খোদা প্রাপ্তির তত্ত্বজ্ঞান। খুলে যায় মারেফাতের

দরজা অর্জিত হয় আল্লাহর ভয় রাসূল (স.) প্রেম। আল্লাহ তাকে স্বরন করেন। (তোমরা আমাকে স্বরন কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরন করবো-সুরা বাকারা-১৫২)

৩। জিকির আত্মার খোরাক ও কলব সজীব হয়। ক্বলবের মরিচা দুর করে। দুর করে দেয় গোমরাহী কূলসতা কু-খেয়াল কু-ধ্যান ও অমনোযোগিতা। বান্দা যে জিকির আজকার করে, তা আরশের চূতুর্দিকে ওই বান্দার জিকির করে ঘুরতে থাকে। সুখের সময় যে আল্লাহর জিকির করে, তার দুঃখের সময় আল্লাহ তাকে স্মরন করে।

৪। জিকির দ্বারা আল্লাহতায়ালার কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। জিকিরের কারনে সাকিনা অবতীর্ন হয়। জিকিরের দ্বারা গীবত, চোগলখুরী, অসত্য ও বেহুদা কথা থেকে নিরাপদ থাকে। জিকিরের মজলিস হচ্ছে ফেরেশতাদের মজলিস। জিকিরের বদৌলতে জিকিরকারীর সঙ্গী-সাথিরাও সৌভাগ্যবান হয়। কিয়ামতের দিন জিকিরকারীদের কোন আক্ষেপ থাকবে না ।

৫। জিকিরের মধে যারা কান্নাকাটি করে কিয়ামতের দিনে তারা আল্লাহর আরশে ছায়ায় আশ্রয়লাভ করবে। দোয়াকারীগনের চেয়ে জিকিরকারীরা অধিক প্রাপ্তি হবে। হাদিসে কুদসিতে বর্নিত হয়েছে, মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, আমার জিকিরের কারনে যে দোয়া করার সময় পায় না, আমি তাকে দোয়াকারীদের চেয়ে বেশী দান করি। সবচেয়ে সহজ এবাদত হওয়া সত্ত্বেও জিকির সকল এবাদতের চেয়ে উত্তম। জিকির জান্নাতের ছায়াগাছ। আমরা অনেকেই এই অমূল্য নিয়ামত থেকে দূরে আছি আসুন আমরা সকলেই জিকিরে মশগুল হই।

৬। জিকিরকারীদেরকে মহান আল্লাহতায়ালা যে, প্রতিদান ও পুরুস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,অন্যকোন আমলের জন্য সেরকম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদির’, এই দোয়া যদি কেউ দিনে একশ’বার পাঠ করে,তবে তাকে দেয়া হয় দশজন কৃতদাস মুক্ত করে দেয়ার সওয়াব,তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয় একশত নেকি এবং গুনা মাফ করে দেয়া হয় একশ’টি। আর সন্ধা পর্যন্ত সে শয়তানের আক্রমন থেকে হেফাজতে থাকে ।

৭। জিকির দ্বারা নিজের কল্যানের কথা ভুলে যায়। রোধ করে ক্বলবের মৃত্যুকে। জিকির মানুষের অশেষ উন্নতি সাধন করে। যার ক্বলব জিকিরে জাগ্রত, তার নিদ্রিত অবস্থা ও গাফেল রাত্রী জাগরনকারীর চেয়ে উত্তম। জিকিরের নূর দুনিয়ায় সঙ্গে থাকে, সঙ্গে থাকে কবরেও। আর পুলসিরাতে চলতে থাকবে আগে আগে ।

৮। জিকির তাসাউফ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয় গুলির মুল। সকল তরিকার পীরগণ এ ব্যাপারে একমত। যার জন্য জিকিরের দার উন্মুক্ত হয়েছে, তার জন্য খুলে গিয়েছে মারেফাতের পথ। মানুষের অন্তরে এমন একটি কোণ আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কোন

কিছু দ্বারা পূর্ন করা যায় না। হৃদয়ের পূর্ণ পরিসর যখন জিকিরে ভরে যায়, তখন ঐ বিশেষ কোণটিও ভরপুর হয়ে যায় জিকিরের নুরে। তখন জিকিরকারী সম্পদ ব্যতিরেকেই হয়ে যায় সম্পদশালী। আত্নীয়স্বজন ও জনবল ছাড়াই লাভ করে প্রভূত সন্মান ।

৯। জিকির হৃদয়ের সকল অসৎ ভাবনাকে দুরে ঠেলে দিয়ে অন্তরে আনে শান্তি ও আল্লাহর প্রেম। দুর্ভাগ্যকে করে দূরবর্তী, আর নিকটে এনে দেয় সকল সৌভাগ্যকে। জিকির হৃদয়ের ঘুম ভাঙ্গায়। সতর্ক করে ।

১০। জিকির এমন একটি বৃক্ষ,যাতে ফল ধরে মারেফাতের। সুফিয়ায়ে কেরাম ঐ ফলকে বলেন হাল ও মাকামের ফল। জিকির যত গভীর হবে, ঐ বৃক্ষের শিকড় হবে তত সুদৃর। ফলও ধরবে বেশী। জিকিরকারী আল্লাহপাকের সঙ্গী। জিকির ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়ার সমতুল্য। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় তুল্য।

১১। জিকিরের শেষফল আল্লাহর নৈকট্য। দিলের মধ্যে এমন এক ধরনের কাঠিন্য আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কিছুতে নম্র হয় না ।

১২। জিকির সকল রোগের চিকিৎসা। মহান আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগযোগ স্থাপন করার মুলই হচ্ছে জিকির। আর তার সাথে শত্রুতার মুল হচ্ছে- গাফলত। জিকিরের মত নেয়ামত আকর্ষনকারী ও আযাব দুরকারী কিছু নেই। জিকিরকারীদের সাথে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়া থাকে। জিকিরের জলসা সমুহ জান্নাতের বাগান। জিকিরের জলসা ফেরেসতাদের জলসা। আল্লাহপাক তার জিকিরকারীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সমাবেশে গর্ব প্রকাশ করেন। সবর্দা জিকিরকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাবতীয় আমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিকিরের জন্যই। সেই আমলই সবোর্ত্তম, যার মধ্যে আল্লাহর স্বরন থাকে।

১৩। জিকিরের দ্বারা সকল কষ্টদায়ক কাজ সহজ হয়ে যায়। সকল মুসিবত দূরীভূত হয়। যত জিকির করবে,ততই মন থেকে ভয়ভীতি দুর হয়ে যাবে। মনে আসবে শান্তি।

১৪। হযরত ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাঃ) আটা পেশা, কুয়া থেকে পানি তোলা এ সকল কষ্টকর গৃহকর্ম করতেন। তিনি রসুল পাক (সাঃ) এর কাছে এসকল কাজের জন্য একজন পরিচারক চেয়েছিলেন। রসুল পাক (সাঃ) তাকে রাতে সজ্জা গ্রহনের পূর্বে ৩৩ বার সোবহানআল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহুআকবার পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন এই আমল খাদেম লাভ করার চেয়ে উত্তম ।

১৫। পরবর্তী পৃথিবীর কল্যানের জন্য শ্রম স্বীকারকারী সকলেই দৌড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে জিকিরকারীগণ রয়েছেন সবার সামনে। জিকিরকারীদেরকে আল্লাহপাক 'সত্যবাদী' বলেন। আর যাদেরকে আল্লাহপাক সত্যবাদী বলেন, মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে

কখনই তাদের হাশর হতে পারে না ।

১৬। জিকির দ্বারা জান্নতে গৃহ নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন জিকির বন্ধ করে দেয়, তখন ফেরাশতাদের নির্মাণ কর্মও বন্ধ থাকে। তাদেরকে এর কারন জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, নির্মাণ কাজের খরচ এখনো এসে পৌছেনি। হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি “সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সোবহানাল্লাহিল আজীম” সাতবার পাঠ করে, বেহেশতে তার জন্য একটি সবুজ গম্বুজ তৈরী হয়ে যায় ।

১৭। যিকির দোজখের দিকের প্রাচীর। কোন খারাপ আমলের কারনে দোজখ নির্ধারিত হলেও যিকির মাঝখানে প্রচির হয়ে দাঁড়ায়।

১৮। ফেরেশতারা জিকিরকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) কতৃক বর্নীত হয়েছে, বন্দা যখন “সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি” বলে অথবা বলে “আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিলালামিন” তখন ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! এ লোকটিকে মাফ করে দাও ।

১৯। জিকির মোনাফেকি থেকে মুক্তি প্রদায়ক। মহানআল্লাহতায়ালা মোনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহকে তারা অল্পই স্বরন করে।” (সুরা নিসা -১৪২)। হযরত কাব আহবার রাঃ বলেন, যে বেশী বেশী জিকির করে সে মোনাফেকি থেকে মুক্ত ।

২০। জিকিরের দ্বারা নিজের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেটা অতুলনীয় ।

২১। যে ব্যক্তি পথে ঘাটে ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে অত্যধিক জিকির করবে, কেয়ামত দিবসে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, “সেই দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ননা করবে” (সুরা যিলযাল-৪)।

২২। কেউ যদি জরাব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, কোন চাওয়া-পাওয়া থাকে সে যেন বেশি বেশি জিকির করে। তবেই ত্রাণ ।

২৩। মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, সুরা রাদ, আয়াত নং-২৮
উচ্চারণ- “আল্লাযী-না আ-মানূওয়া তাত'মাইন্নু কু'লুবুহুম বি-জিকরিল্লা-হি আলা বি-জিকরিল্লা-হি তাত 'মা-ইন্নুল কূলুব”
“তারা ঐ লোক যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর জিকিরে যাদের মন প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ- আল্লাহর জিকিরই মন প্রশান্ত হয়”

২৪। রাসূল (স.) বলেন, প্রত্যেক জিনিশ পরিস্কার করার যন্ত্র বা রেত আছে বস্তুত: ক্বাল্ব পরিস্কারের যন্ত্র আল্লাহর জিকির মানুষকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে জিকরুল্লাহ হতে রত আর কিছুই নাই। (খুৎবা পৃষ্ঠা নং-১৬০)

২৫। জিকির নাই যাদের অন্তরে দূর্ভোগ সে সমস্ত লোকদের।

সমাপ্ত

-ঃ অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ঃ-

১। মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ ‘সত্যদর্শন’

২। কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপাত্র ‘ মাসিক আত্মার আলো’

৩। খাজাবাবা কুতুববাগীর মহামূল্যবান নছিহত বাণী

৪। নিত্য দিনের ‘অজিফা’ আমল (বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন)

৫। খাজাবাবা কুবুববাগী কেবলাজান প্রসঙ্গে জাকের মুরিদের কিছু অনুভূতি

৬। আমাদের পরবর্তী প্রকাশনায় আসছে খাজাবাবা কুতুববাগীর রচিত বিশ্ব মানব জাতির কল্যানের উদ্দেশ্যে মহা তাফসির গ্রন্থ।

কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলিতেছে, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

হজরত সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানী (রহঃ) মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

অধিকাংশ মানুষের ধারণা পীরের কাছে বাইয়াত বা মুরিদ হলে অযু গোসল নামায রোজা লাগে না। কিছু কিছু বাতিল পীর নামে নাকেস পীর, তারা এ সমস্ত কথা কে সর্মথন করে থাকে এবং বলিয়া বেড়ায়। তারা নিজেরাও ভুল পথে আছে এবং তাদের অনূসারীরাও ভূল পথে আছে। এসব পীরদের দেখা যায় যে, অনেক শানশওকত আছে অথচ ইসলাম ও রাসূল (সঃ)এর সুন্নত কিছুই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। দাড়ি নাই, টুপি নাই ও সুন্নতি কোনই লেবাস নাই বরং আরো দেখা যায়, বেশরা বেহায়া কাজ করে বেড়ায়। তারা সুন্নতি খেলাপ করে কি ভাবে পীর দাবী করে?

হে পাঠকগণ! আপনারা এই জটিল বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এ সমস্ত বাতেল পীরদের অনূস্বরণ করা ঠিক হবে কিনা? এ সমস্ত নাকেস বা পথভ্রষ্ট পীরদের কারনে সমাজের জ্ঞানী-গুনী সর্বস্তররের মানুষ বিভ্রান্তিতে আছে, হক্কানী কামেল পীর মুর্শিদ থেকে দূরে আছে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করছে। এ লোকদের কে আমি অনূরোধ করে বলতে চাই, আপনারা মেহেরেবাণী করে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস ষ্টাডি করে বা পর্যালোচনা করে দেখুন। নবী রাসূলদের পরে কামেল অলি-আউলিয়াদের কাছে যাওয়ার কথা কোরআন হাদিসে বহু জায়গায় বলা আছে। অথচ দেখা যায় এ সমস্ত পথভ্রষ্ঠ পীরদের কারণে কামেল পীর মুর্শিদ থেকে আপনারা দূরে আছেন। মহান আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফের সুরা ফাতাহ্ ১০ নং আয়াতে বলেন- উচ্চারণঃ-"ইন্নাল্লাযীনা ইউবা-ই'উনাকা ইন্নামা ইউবা-ই'উনাল্লা-হা ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্বা আইদীহিম" অর্থ- হে নবী! যারা আপনার হাতে বাইয়াত বা অঙ্গীকার করল তারা মূলতঃ আমি আল্লাহর হাতে বাইয়াত বা অঙ্গীকার করল। আমি আল্লাহ তায়ালার হাত তাদের হাতের উপর রহিয়াছে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমান হল যে- সাহাবীগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন তাবেঈনগণ তাবে-তাবেঈনগণ এবং আসহাবে সূফ্ফাগণ যুগে যুগে বাইয়াত পড়াইয়াছেন এখনও কামেল পীর মাশায়েখগণ বাইয়াত পড়াইতেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত পড়াইতে থাকবেন।
এই আয়াতের হুকুম হাশর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
মহান আল্লাহতায়ালা কোরআন পাকে সুরা কাহ্ফ ২৮ নং আয়াতে বলেন,
উচ্চারণঃ "ওয়ালা তুত্বি মান আগ্ফাল্না ক্বালবাহু আন যিক্রিনা ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু ওয়া কা-না আমরুহু ফুরুতা"
অর্থ- "যার আত্মাকে আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে নিজের নফসের তাবেদারী ও গোলামী করে এবং আমি আল্লাহতায়ালার সীমা লঙ্ঘন করে, তুমি তার অনুসরণ বা আনুগত্য করিও না"